Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Bhadra 28, 1433 Bangla, September 12, 2026, Saturday, No. 249, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has expressed optimism that the country's gas supply situation will improve within the next five to seven days. [Radio Today:23]

Tarique Rahman has visited the Combined Military Hospital to check up on an army officer critically injured in a tank-firing accident during a field exercise in Hathazari, Chattogram. [Jago News:17]

Water Resources Minister has described Padma Barrage as a crucial mega project that could drive economic transformation in Bangladesh. [Jago News:19]

Despite a protest by opposition parties, Property Transfer Bill was passed in Parliament to ensure protection and welfare of elderly parents, the Chief Whip of Jatiya Sangsad has said. [Jago News:18]

Chief Whip also said, government is reviewing 101 agreements signed with India during the tenure of ousted Prime Minister Sheikh Hasina, adding that a decision will be announced soon. [Radio Today:21]

Indian High Commissioner to Bangladesh Dinesh Trivedi has said, there is no need for haste; Prime Minister Tarique Rahman will visit India when he considers the timing appropriate. [Radio Today:21]

More than 100,000 tonnes of crude oil are on way to Bangladesh via an alternative maritime route around African coast, bypassing Strait of Hormuz and other high-risk shipping lanes. [Radio Today:22]

Government has so far authorised a total of 702 agencies to participate in Hajj operations for the 2027 pilgrimage season. [Jago News:18]

Load-shedding has increased after electricity generation dropped significantly due to shutdown of one unit of Adani's power plant following technical fault, despite recent rise in output after overcoming coal shortage. [Jago News:15]

Chinese President Xi Jinping has arrived on Saturday in New Delhi, India for the first time in 7 years to attend the 18th BRICS Summit. [BBC:06]

US President Donald Trump has pledged to provide $5,000 to every citizen if he wins the midterm elections scheduled for November. [BBC:08]

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ভাদ্র ২৮, বাংলা ১৪৩৩, সেপ্টেম্বর ১২, ২০২৬, শনিবার, নং-২৪৯, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

আগামী সপ্তাহের মধ্যে দেশের গ্যাস সংকট পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [রেডিও টুডে:২৩]

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ফিল্ড ফায়ারিং অনুশীলনের সময় ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণকালে আকস্মিক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত সেনা কর্মকর্তাকে দেখতে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে গেছেন প্রধানমন্ত্রী। [জাগো নিউজ:১৭]

পানিসম্পদ মন্ত্রী বলেছেন, পদ্মা ব্যারাজ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিপ্লবের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্প। [জাগো নিউজ:১৯]

বিরোধীদলের সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বৃদ্ধ মা-বাবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই জাতীয় সংসদে সম্পত্তি হস্তান্তর বিল পাস করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ । [জাগো নিউজ:১৮]

চিফ হুইপ আরো জানান, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে হওয়া ভারতের সঙ্গে ১০১টি চুক্তি পর্যালোচনা করছে সরকার, শিগগিরই সিদ্ধান্ত আসবে। [রেডিও টুডে:২১]

‘তাড়াহুড়ো করার কোনো জায়গা নেই’ এমনটি উল্লেখ করে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যখন ভালো বুঝবেন তখন তিনি ভারত সফর করবেন। [রেডিও টুডে:২১]

হরমুজ প্রণালিসহ আশপাশের ঝুঁকিপূর্ণ নৌপথ এড়িয়ে আফ্রিকার উপকূল ঘুরে বাংলাদেশে আসছে ১ লাখ টনের বেশি অপরিশোধিত জ্বালানি তেল। [রেডিও টুডে:২২]

আগামী বছর (২০২৭ সাল) হজ কার্যক্রমে অংশ নিতে এ পর্যন্ত মোট ৭০২টি এজেন্সিকে অনুমতি দিয়েছে সরকার। [জাগো নিউজ:১৮]

কয়লা সংকট কাটিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর পর ফের কারিগরি ত্রুটির কারণে আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি ইউনিট বন্ধ হওয়ার দরুণ উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় বেড়েছে লোডশেডিং। [জাগো নিউজ:১৫]

১৮তম ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং শনিবার ভারতের নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছেন; সাত বছরের মধ্যে এটি তাঁর প্রথম ভারত সফর। [বিবিসি:০৬]

আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়ী হলে প্রত্যেক নাগরিককে ৫ হাজার ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। [বিবিসি:০৮]

বিবিসি

অধ্যাপক ইউনূসের গ্রামীণ কল্যাণের ৬৬৬ কোটির আয়কর মামলা ঘিরে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে

বাংলাদেশের সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ কল্যাণের কাছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) যে ৬৬৬ কোটি টাকা আয়কর দাবি করে আসছে, সেটির পক্ষে রায় দিয়েছেন আদালত। এনবিআরের দাবির বিরুদ্ধে গ্রামীণ কল্যাণের দায়ের করা রিটের রুল খারিজ করে বৃহস্পতিবার নতুন এই আদেশ দিয়েছেন বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়ার নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ। ফলে আয়কর বাবদ গ্রামীণ কল্যাণকে এখন ৬৬৬ কোটি টাকার পুরোটা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। "এখন যথাযথভাবে ডিমান্ড নোটিশ ইস্যু করে সরকার তার রাজস্ব আদায় করতে পারবে, যে রাজস্বটা গ্রামীণ কল্যাণ ২০১৭ থেকে ফাঁকি দিয়ে আসছে। ডিমান্ড নোটিশটা ইস্যু করবে ডেপুটি কমিশনার অব ট্যাক্সেস। সাধারণত ৩০ দিন সময় দেওয়া হয় ডিমান্ড নোটিশে," রায়ের পর সাংবাদিকদের বলেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আব্দুস সামাদ আজাদ। অন্যদিকে, গ্রামীণ কল্যাণের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন জানিয়েছেন যে, পূর্ণাঙ্গ রায় হাতে পাওয়ার পর তারা আপিল আবেদন করবেন। "পূর্ণাঙ্গ রায়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। রায়ের কপি পেলে আমরা আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল ফাইল করবো," বৃহস্পতিবার বিকেলে সাংবাদিকদের বলেন মি. মামুন। আয়কর বাবদ এক দশক আগে গ্রামীণ কল্যাণের কাছে ৬৬৬ কোটি টাকা দাবি করেছিল এনবিআর। সেটির বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে হাইকোর্টে আলাদা দুটি রিট করে গ্রামীণ কল্যাণ। এরপর দফায় দফায় শুনানি শেষে বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ আমলের একেবারে শেষদিকে উভয় রিট খারিজ করে রায় ঘোষণা করেন হাইকোর্ট। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস শপথ নেওয়ার পর রিট খারিজ করে দেওয়া আগের রায় প্রত্যাহার করে নেন হাইকোর্ট। এরপর মামলাটি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হলে হাইকোর্টের নতুন বেঞ্চের সামনে ফের শুনানি শুরু হয়। সেই শুনানির পরিপ্রেক্ষিতেই ১০ সেপ্টেম্বর নতুন রায় ঘোষণা করা হয়েছে।

গ্রামীণ কল্যাণ কী?

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে প্রতিষ্ঠিত সাতটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গ্রামীণ কল্যাণ অন্যতম। এটি অলাভজনক একটি সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৬ সালের ৬ নভেম্বর। প্রতিষ্ঠানটি মূলত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বলে এর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে। অধ্যাপক ইউনূসের প্রায় পাঁচ দশকের সহকর্মী ও সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূর জাহান বেগম ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ১৯৯১ সালের একটি গবেষণায় তারা দেখতে পান, বাংলাদেশে যত মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছেন, সেটার মূলে রয়েছে তাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা। "ড. মুহাম্মদ ইউনূস তখনই এ সমস্যা সমাধানে ১৯৯৩ সালে একটি প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে আটটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালু করেন। সেটি সফল হওয়ার পর গ্রামীণ কল্যাণ সৃষ্টি করা হয়," বলেন মিজ বেগম। বর্তমানে সারা দেশে প্রতিষ্ঠানটির প্রায় দেড়শ'র মতো স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। শুরুর দিকে মূলত গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের জন্য ওইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গড়ে তোলা হলেও এখন সাধারণ মানুষও সেবা নিতে পারেন বলে জানিয়েছেন গ্রামীণ কল্যাণের কর্মকর্তারা। স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা ও বৃত্তির ব্যবস্থা করে থাকে গ্রামীণ কল্যাণ। কর্মকর্তারা আরও জানান, প্রথমদিকে দাতাদের অর্থে গঠিত 'সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ডের' টাকায় কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে নিজস্ব আয়েই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর বাইরে, গ্রামীণ টেলিকম থেকেও প্রতিষ্ঠানটি অর্থ পেয়ে থাকে। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আগে গ্রামীণ কল্যাণের চেয়ারম্যান ছিলেন। তবে ২০২৪ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নেওয়ার পর তিনি আর ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নেই বলে জানিয়েছেন গ্রামীণ কল্যাণের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন।

বিরোধের সূত্রপাত

ঘটনার সূত্রপাত এখন থেকে বছর দশেক আগে। এনবিআরের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ২০১২-১৩ থেকে শুরু করে পরবর্তী পাঁচ অর্থবছরের আয়কর বাবদ তারা গ্রামীণ কল্যাণের কাছে ৬৬৬ কোটি টাকা পাবেন। মূলত তহবিলের একটি অংশ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালে গ্রামীণ কল্যাণ অধ্যাপক ইউনূসের হাতে গড়া আরেক প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ টেলিকমের সঙ্গে একটি চুক্তি করে। সেই চুক্তির আওতায়, গ্রামীণ কল্যাণ প্রায় ৫৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা ঋণ হিসেবে দেয় গ্রামীণ টেলিকমকে। সেই অর্থের লভ্যাংশ হিসেবে গ্রামীণ কল্যাণের তহবিলে যে অর্থ জমা হয়ে থাকে, যা আয়কর যোগ্য বলে দাবি করেন এনবিআর কর্মকর্তারা। কিন্তু গ্রামীণ কল্যাণ সেটি মানতে নারাজ। "গ্রামীণফোন থেকে লভ্যাংশ দেওয়ার সময় উৎসে ১৫ শতাংশ কর কেটে রাখা হয়। সেই কর পরিশোধের পর আবার কেন অতিরিক্ত কর ধার্য করা হবে- এই প্রশ্নেই আমরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছি," মামলার বিষয়ে এর আগে সাংবাদিকদের বলেন প্রতিষ্ঠানটির আইনজীবী মি. মামুন। এনবিআরের দাবির বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে আলাদা দু'টি রিট করে গ্রামীণ কল্যাণ। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুল দেন। চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০২৩ সালের ১৭ অক্টোবর হাইকোর্ট নির্দেশনা ও পর্যবেক্ষণসহ রুল নিষ্পত্তি করে রায় দেন। সেই রায়ে এনবিআর কর কমিশনারের আদেশ বাতিল করা হয়। পরে রায়ের বিরুদ্ধে

এনবিআর আপিল আবেদন করলে বিষয়টি নিয়ে ফের শুনানি করার নির্দেশ দেন আদালত। শুনানি শেষে ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট গ্রামীণ কল্যাণের দু'টি রিটই খারিজ হয়ে যায়।

রায় প্রত্যাহার

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়, যার প্রধান ছিলেন অধ্যাপক মুহাম্মদই ইউনূস। এই সরকার ক্ষমতায় বসার কিছু দিনের মধ্যে গ্রামীণ কল্যাণের রিট খারিজ করে দেওয়া আগের রায় প্রত্যাহার করে নিতে দেখা যায় হাইকোর্টকে। কারণ হিসেবে বলা হয়, হাইকোর্টের যে দ্বৈত বেঞ্চ রায়টি দিয়েছিল, সেটির একজন বিচারক একসময় ওই একই মামলায় সরকারপক্ষের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। "যেহেতু উনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, সুতরাং রায়টি ডিফেকটিভ (ত্রুটিপূর্ণ) হবে। তাই রায় প্রত্যাহার করেছেন বলে আদেশ দিয়েছেন। পুনরায় কোর্ট নির্ধারণের জন্য মামলাটি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠিয়েছেন। এখন প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ নির্ধারণ করে দিলে সেখানে রুলের ওপর নতুন করে শুনানি হবে," তখন সাংবাদিকদের বলেছিলেন গ্রামীণ কল্যাণের আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন। পরে প্রধান বিচারপতি বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়ার নেতৃত্বাধীন দ্বৈত বেঞ্চে পাঠান। সেখানে দফায় দফায় শুনানি শেষে ১০ সেপ্টেম্বর নতুন করে রায় ঘোষণা করে, যেখানে গ্রামীণ কল্যাণকে করের অর্থ পরিশোধ করতে বলা হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

লংমার্চের মধ্য দিয়ে 'বড়ো আন্দোলনের' পথ খুঁজছে জামায়াত-এনসিপি?

ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত লংমার্চ ও পথসভা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ১১ দলীয় ঐক্য এবং আগামী দুই মাসে আরো তিনটি বিভাগে একই ধরনের কর্মসূচি রেখেছে তারা। কর্মসূচির শেষে নভেম্বরে ঢাকায় মহাসমাবেশ করারও কথা রয়েছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম অভিমুখে লংমার্চের যাত্রাপথে বিভিন্ন স্থানে পথসভা করেন জোটের নেতারা এবং তুলে ধরেন ছয় দফা বাস্তবায়নের দাবি। কিন্তু প্রথম দিনের কর্মসূচিতেই এমন মন্তব্য আসে যে- লংমার্চে বাধা দেওয়া হলে বা দাবি পূরণ না হলে সরকার পতনের একদফা দেওয়া হবে। কর্মসূচির শুরুতে ঢাকায় যে সমাবেশ হয়, সেখানে জোটের অন্যতম শরিক দল এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, সরকার যদি লংমার্চে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে "ছয় দফা এক দফায় পরিণত হবে"। অন্যদিকে কর্মসূচির শেষ হয় যেখানে, সেই লালদিঘীর সমাবেশে এগার দলীয় জোটের প্রধান দল জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান সরকারকে সতর্ক করেন, বিরোধী দলের আন্দোলন "ঈদের পরের আন্দোলন হবে না"। সরকার থেকেও অবশ্য এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যদিও আগেই খোদ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই কর্মসূচিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে, "জনগণকে বিভ্রান্ত করে অরাজকতা তৈরি চেষ্টা হচ্ছে"। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদেও তিনি মন্তব্য করেন, "আমরা দেখলাম, একটি বিশাল গাড়ির লংমার্চ আয়োজন করা হয়েছিল। বাইরে বিভিন্ন মানুষ একটি কথা বলে যে, জনগণকে অযথা উত্তেজিত করে অন্য কিছু করার অপচেষ্টা করা হয়েছিল কি না? গাড়ির লংমার্চ করে যদি গ্যাস বা বিদ্যুতের সমস্যার সমাধান করাই যেত, তাহলে আমরাই সবচেয়ে আগে লংমার্চের আয়োজন করতাম।" এসব বক্তব্যের পর প্রশ্ন উঠছে, এই লংমার্চ কর্মসূচির মাধ্যমে বিরোধী দল কি সরকারকে বড়ো আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চায়?

সরকার কেন সন্দেহ করছে?

জামায়াত-এনসিপির কর্মসূচির দিনই ঢাকায় বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, দেশে অরাজকতার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, "আমরা খেয়াল করছি কিছু রাজনৈতিক দল, কিছু ব্যক্তি, বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি চেষ্টা করছে এবং বিভ্রান্তি তৈরির মাধ্যমে দেশে একটি অরাজকতা তৈরির চেষ্টা করছে। কেউ যদি অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায়, অবশ্যই দেশের আইনে বলে দেওয়া আছে কীভাবে অরাজকতাকে কন্ট্রোল করতে হবে।" পরদিন দলটির পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী আহমেদও বিরোধী দলের কর্মসূচির সমালোচনা করেন। কিন্তু সরকারের এমন সমালোচনা বা সন্দেহের কারণ কী? কিংবা বিরোধী দলের কর্মসূচি নিয়েই বা কেন উদ্বিগ্ন। এমন প্রশ্নে দুটি বিষয় উঠে আসছে। একটি হচ্ছে, সরকার মাত্র ছয় মাস পার করেছে। এর মধ্যেই এমন আন্দোলনের যৌক্তিকতা দেখছে না বিএনপি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কর্মসূচি ঘিরে সম্ভাব্য "অস্থিরতা সৃষ্টির তথ্য"। "জামায়াতের এই লং মার্চকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ এক ধরনের সুযোগ নিতে চেয়েছিলো যে, এই লং মার্চের মধ্যে ঢুকে তারা এক ধরনের অঘটন ঘটাবে। এখানে সরকারের কাছে তথ্য ছিল। যে কারণে সরকারের পক্ষ থেকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল, যাতে করে সরকার পতন কিংবা সরকারকে দায় চাপানোর রাজনীতি কেউ না করতে না পারে," বলছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী মো. রাশেদ খান। তার মতে, গণভোটসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার "প্রতারণা করে গেছে" এবং এর বাইরে আওয়ামী লীগ সরকারের ষোল বছরের যে 'অব্যবস্থাপনা' সেটার দায় বিএনপির নয়। কিন্তু জামায়াত এসবের দায় "বিএনপির উপর চাপিয়ে চাপিয়ে লংমার্চ কর্মসূচি করছে" বলেও তিনি মনে করেন।

'বড়ো আন্দোলনের' পথ তৈরি করছে জামায়াত?

লংমার্চে জামায়াত নেতৃত্বাধীন এগার দলীয় জোট থেকে দাবি তুলে ধরা হয়েছে মূলত ছয়টি। যেখানে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, জুলাই গণহত্যার বিচার, বিদ্যুৎ-তেল-গ্যাসের সংকট, দুর্নীতি- দলীয়করণ বন্ধ করা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের দাবি করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের ছয় মাস পার হতে না হতেই এসব দাবি সামনে রেখে বড়ো ধরনের কর্মসূচিকে সন্দেহ করছে বিএনপি। আবার জামায়াতের কর্মসূচি থেকেও এটা স্পষ্ট যে, এসব কর্মসূচির মাধ্যমে তারা সরকারকে রাজপথেও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার পথ তৈরি করতে চায়। জোটের ঘোষণা অনুযায়ী, পরবর্তী লংমার্চ হবে ঢাকা থেকে রংপুর অভিমুখে ১৯ সেপ্টেম্বর। এরপর খুলনায় ১০ অক্টোবর। আর ২৪ অক্টোবর লংমার্চ হবে সিলেটে। বিভাগীয় শহরে চারটি লং মার্চ শেষে নভেম্বরে ঢাকায় হবে মহাসমাবেশ। যেখান থেকে আসবে পরবর্তী কর্মসূচি বা ঘোষণা। কিন্তু বিএনপি সরকার ক্ষমতা নেওয়ার মাত্র ছয় মাস হতেই কেন এরকম ধারাবাহিক কর্মসূচিতে যাচ্ছে এগার দলীয় জোট? "সরকার একেবারে প্রথম দিনেই গণভোটের রায়কে অস্বীকার করেছে। যে-কোনো একটা সরকারের কিছু সময় যাওয়ার পরে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিষয়গুলো আসে। কিন্তু এই সরকারের ক্ষেত্রে বিষয়টা এমন না। তারা একেবারে শুরুর দিনেই যে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ছিল যে, গণভোটের গণরায়কে তারা বাস্তবায়ন করবে- এটাকে তারা অস্বীকার করেছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য সচিব আখতার হোসেন। তার মতে, পরিস্থিতিই তাদের আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অন্যদিকে একইরকম মত দেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। "প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারে দুটো ম্যান্ডেটরি টাইম ছিল। সংসদের প্রথম অধিবেশন যেদিন শুরু হবে, তার ৩০ দিনের মধ্যে সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশন ডাকতে হবে। আপনি ডাকেন নাই। ছয়মাসের মধ্যে জুলাই চার্টার বাস্তবায়ন করে সংবিধানে তফসিল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই সেপ্টেম্বরে সেই ছয় মাসও শেষ হয়ে যাচ্ছে," বলেন তিনি। মি. পরওয়ার মনে করেন, সরকার গণভোটের রায় কিংবা জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন তো করছেই না বরং 'ইচ্ছেমতো চলার' প্রবণতা তৈরি হয়েছে; যে-কোনো আইন পাস থেকে শুরু করে সবখানেই এটা দেখা যাচ্ছে। "সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আপনি যা ইচ্ছা, তা-ই করে যাবেন, এজন্য তো লোকেরা উনাদের ভোট দেয় নাই। আর আপনি যদি ৫০ শতাংশ ভোট পেয়ে মেজোরিটি হন, তাহলে গণভোটে তো প্রায় ৭০ শতাংশ হ্যাঁ ভোটের পক্ষে পড়েছে। সেটা মানবেন না?" আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে তিনি বলেন, "এখন এই যে, বলা হচ্ছে মাত্র ছয় মাস হলো, এখন এমন কী হয়েছে! ...কিন্তু এতগুলো প্রাণের বিনিময়ে যে গণ-আকাঙ্ক্ষা, আপনি তাকে অস্বীকার করে যাচ্ছেন! এর চেয়ে বড়ো আর কী হতে পারে?" প্রশ্ন করেন মিয়া গোলাম পরওয়ার।

বিরোধী দলের পক্ষে 'বড়' আন্দোলন সম্ভব?

এটা স্পষ্ট যে জামায়াতসহ এগারো দলীয় জোট একটা বড়ো আন্দোলনের পথ তৈরি করতে চায়। কিন্তু সেটা কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে রাজনীতি বিশ্লেষকদের কারো কারো। এখানে ঘুরে ফিরে কয়েকটি কারণ সামনে আসছে। একটি হচ্ছে, সংসদে বিরোধী দল হিসেবে জামায়াতের 'দুর্বল ভূমিকা'। মূলত নবীন ও অনভিজ্ঞ এমপিদের নিয়ে সংসদে সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা রেখে আলোচিত হয়েছেন এমন উদাহরণ সেভাবে নেই। আরেকটি হচ্ছে, এগারো দলের আন্দোলনের ফলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এর সুবিধা নেবে কি-না সেই প্রশ্ন। "জামায়াতের একটা ইমেজ তৈরি হয়ে গেছে যে, তারা দুর্বল বিরোধী দল। এখন তাদের পক্ষে সবল আন্দোলন কতটা সম্ভব, সেই প্রশ্ন তো আছেই। এছাড়া জামায়াতের জন্য একটা উভয় সংকট আছে, বিপদও আছে। সেটা হচ্ছে, তারা বিএনপির সঙ্গে এমন কোনো সংঘাতে জড়াতে চাইবে না, যাতে করে নির্বাচনের পর তার যে অর্জন হয়েছে, সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরেকটা হচ্ছে, আওয়ামী লীগের পলিটিক্সের সুবিধা হবে, এমন কোনো কাজ তারা করবে না," বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাব্বির আহমেদ। তার মতে, সংসদে বা এর বাইরে জামায়াতের "শক্তিশালী বিরোধী দলের কোনো ইমেজ তৈরি হয়নি"। ফলে দলটির লক্ষ্য থাকবে আন্দোলনের মাধ্যমে শক্তিশালী বিরোধী দলের ইমজে তৈরি করা বা সরকারকে সেই বার্তা দেওয়া। "তবে খুব বড়ো ধরনের কোনো আন্দোলন হবে বা সরকার পতনের দিকে যাবে, সেরকমটা আমার মনে হয় না," যোগ করেন অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ। তবে দুর্বল বিরোধী দলের ইমেজ নিয়ে আবার ভিন্নমত আছে জামায়াতের। জানতে চাইলে দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করছেন, এটা কোনো দুর্বলতা নয়। "আমি এটার তীব্র আপত্তি করি যে বিরোধী দল দুর্বল। তো এখন সবলতা দেখাতে গেলে প্রতিদিন পাঁচটা করে গাড়িতে আগুন দিলে সবাই বলবে যে, বিরোধী দল খুব মজবুত। আমরা তো এই ন্যারেটিভ দেশে তৈরি করতে চাই না। এটা একটা ব্যাড কালচার, ব্যাড প্র্যাকটিস।"

জামায়াত কি সরকারের পতন চায়?

জামায়াত তাদের ভাষায় 'নিয়মতান্ত্রিক' ও 'জোরালো' আন্দোলনের কথা বলছে। আবার এটাও স্পষ্ট যে, রাজপথে জোরালো আন্দোলন করতে গিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সুযোগ পাবে কি-না, সেটা নিয়েও এক ধরনের সতর্কতা, এমনকি দ্বিধাও আছে দলটির ভেতরে। ফলে বিরোধী দলের আন্দোলন সরকার পতনের দিকে যাচ্ছে- এমন কথা সরকারি দলের নেতারা তুললেও জামায়াতসহ এগারো দল বলছে, সরকার পতন তাদের উদ্দেশ্য নয়। "আমরা সরকারের কাছে বারবার বলেছি যে, আমরা যে লংমার্চে গিয়েছি, আন্দোলনগুলো করছি। এগুলো কিন্তু এখনো সরকার পতনের আন্দোলন না। আমরা এখানে সরকার যেন জনগণের কথাগুলো বাস্তবায়ন করে, ভুল পথে না যায়, সেজন্য

তাদের রিমাইন্ডার দিচ্ছি," বলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য সচিব আখতার হোসেন। অন্যদিকে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারও একই মত দিয়েছেন। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "আমরা সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামায় ফেলবো- অনেকে ভুল ব্যাখ্যা থেকে এমনটা মনে করতে পারেন। একের পর এক কর্মসূচি দিচ্ছে মানে কী, শেষে গিয়ে কি সব নামায় দেবে? না, আমরা যে দাবি করছি, সেটা মানতে হবে- আমরা এটাই বলছি।" কিন্তু যদি সরকার দাবি মেনে না নেয়, তাহলে কী হবে? এমন প্রশ্নে মি. পরওয়ার বলেন, "আমরা জনগণের দাবি পূরণের পথ তৈরি করছি। এখন এই পথ, এই দাবি, এই আওয়াজ যদি কারো কানে না যায়, তাহলে এরপরে কী হবে, সেটা পরেই বলা যাবে।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : **১১.০৯.২০২৬** আলী আহমেদ)

সাত বছর পর শি জিনপিংয়ের ভারত সফর কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

সাত বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। দিল্লিতে **১২** ও **১৩** সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলা ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি। তার দিল্লি সফর হবে, সে বিষয়টি চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করলেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তিনি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। এর আগে, **২০১৯** সালে ভারতে এসেছিলেন শি জিনপিং। সে সময় তিনি চেন্নাইয়ের কাছে মামাল্লাপুরমে অনুষ্ঠিত এক অনানুষ্ঠানিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তার এই আসন্ন সফরকে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা এশিয়ার এই দুই পরাশক্তির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থিতিশীল করার চলমান প্রচেষ্টার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। পাশাপাশি ব্রিকসে সহযোগিতার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সফর এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যখন মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক পরিস্থিতি ইতোমধ্যে জটিল এবং ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার উপর তার প্রভাব পড়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ও চীনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কে উষ্ণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে এবং শি জিনপিংয়ের এই সফর সে ক্ষেত্রে আরো বেশি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। চীনের প্রেসিডেন্টের ভারত সফর সম্পর্কে ব্লুমবার্গ-এর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, "**২০১৯** সালের পর শি জিনপিংয়ের প্রথম ভারত সফর, মোদীর দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করছে।" তবে রয়টার্স-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের উন্নতি হবে এমনটা আশা করলে খুব হয়ত খুব তাড়াহুড়ো হয়ে যাবে। দুই দেশের ব্যবসায়ীরা এখনো নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এর নেপথ্যে কঠোর বিধিনিষেধের ফলে বিনিয়োগ স্থগিত হওয়া, ভিসা পাওয়ায় বিলম্ব এবং শিল্প সরঞ্জামের উপর বিধিনিষেধ আরোপের মতো কারণ রয়েছে।

গালওয়ানের পর সম্পর্কে উত্তেজনা কমবে?

২০২০ সালে ভারত-চীন সীমান্তের কাছে গালওয়ানে সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনা নিহত হয়েছিলেন। এরপর দুই দেশের সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। সংঘর্ষে তাদের মাত্র চারজন সেনার মৃত্যু হয়েছিল বলে চীন দাবি করেছিল। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। গত বছর নরেন্দ্র মোদী সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) বৈঠকে যোগ দিতে চীনে তিয়ানজিন সফর করেন। সেই সময় শিরোনামে উঠে এসেছিল রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে তার বৈঠকের প্রসঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী মোদী ও প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হয়। সেই সময় আরো একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এবং তা হলো, ওই সময় যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা, যা ভারতীয় অর্থনীতির জন্য একটা বড়ো ধাক্কার চেয়ে কম ছিল না। আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং দিল্লি-ভিত্তিক অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হর্ষ ভি পন্থের মতে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'ভরসার যোগ্য নয়' এমন নীতি দুই দেশকে একটা জায়গা দিয়েছে যেখানে তাদের নিজেদের মতপার্থক্য সরিয়ে রেখে দেশের মানুষের স্বার্থের জন্য আলোচনার টেবিলে বসতে পারে। মি. পন্থ বিবিসি নিউজ হিন্দিকে বলেন, "দুই প্রতিবেশী দেশেরই একে অন্যকে প্রয়োজন এবং সেই কারণেই সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে দুই পক্ষই নরম মনোভাব দেখিয়েছে।" ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন চলতি সপ্তাহের ৬ সেপ্টেম্বর প্রথম সিনিয়র মিলিটারি কমান্ডার পর্যায়ের ফ্ল্যাগ মিটিং ভারতের অরুণাচল প্রদেশের ওয়াচাতে অনুষ্ঠিত হয় এবং ৭ সেপ্টেম্বর সীমান্তে চীনের দিকে থাকা দামাইয়ে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বৈঠক। গত বছর, ভারত ও চীনের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালু হয়। দুই দেশের ব্যবসায়ী ও পেশাদারদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়াও শিথিল করা হয়েছিল। ২০২৪ সালে রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং শি জিনপিং প্রায় পাঁচ বছর পরে বৈঠক করেছিলেন। সেই সময় তারা লাইন অব কন্ট্রোল বা এলএসি থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং ২০২০ সালে যে বিবাদ শুরু হয়েছিল তা সমাধানের জন্য চুক্তিকে স্বাগত জানান। একই সঙ্গে ধারণা করা হয়েছিল, দুই দেশের সম্পর্কে বরফ গলতে শুরু করেছে। তবে হর্ষ ভি পন্থ মনে করেন সীমান্ত বিরোধ এত তাড়াতাড়ি শেষ হবে না এবং এটা এমন কোনো বিষয়ও না যাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। তার কথায়, "এখন দু'পক্ষের তরফে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে সমস্যা আর না বাড়ে। ২০২০ সালের মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে এবং সীমান্ত সম্পর্কের ওপর আস্থা তৈরি হয়। এজন্য ওয়াং ই এবং ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের মধ্যে বৈঠকও হয়েছিল। এরপর কমান্ডারদের মধ্যেও বৈঠক হয়।"

ভারত ও চীনের মধ্যে দু'টো বড়ো ইস্যু

মি. পন্থ ব্যাখ্যা করেছেন, দুই দেশের সম্পর্ক নতুন মোড় নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আস্থার ঘাটতি এবং বাণিজ্য ঘাটতি দুই দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে রয়ে গেছে। তার মতে, "মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, শি জিনপিং এই সফরে ৪০০ জন প্রতিনিধির একটা বড় প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন, যাদের বেশিরভাগই ব্যবসা ও বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত।" "এর অন্যতম কারণ হলো গালওয়ানের ঘটনার পর ভারত খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে, সীমান্তে যে-কোনো রকম সমস্যা সামগ্রিক সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলবে, বাণিজ্য অংশীদারিত্বের উপরও প্রভাব ফেলবে।" দেখা গিয়েছে যে, একদিকে যেমন সীমান্তে উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, তেমনই দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। চলতি বছরের মার্চ মাসে চীনা বিনিয়োগের ওপর আরোপ করা কিছু বিধিনিষেধ শিথিল করে ভারত। গালওয়ানে সংঘর্ষের পর এই সমস্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই বিধিনিষেধের মধ্যে ইলেক্ট্রনিক্স, ক্যাপিটাল গুডস এবং সোলার সেল সেক্টর ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্যাপিটাল গুডস বা মূলধনী পণ্য বলতে ভৌত, মানবসৃষ্ট সম্পদকে বোঝায় যা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে বিক্রি না করে অন্যান্য পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করে। কয়েকটা নির্দিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত দুই দেশের সংস্থাগুলোর মধ্যে যৌথ উদ্যোগের দ্রুত অনুমোদনেরও অপেক্ষা করছে। সম্প্রতি, নয়াদিল্লি স্মার্টফোন উৎপাদনের জন্য ভারতের ডিক্সন টেকনোলজিস এবং চীনা স্মার্টফোন নির্মাতা ভিভো মোবাইলের মধ্যে যৌথ উদ্যোগ-সহ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অনুমোদন জানিয়েছে। তবে কিছু বড় বিনিয়োগ এবং প্রকল্পের ক্ষেত্রে এখনো কিছু বাধা রয়ে গিয়েছে। ভারত সরকারের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, বিওয়াইডি এবং গ্রেট ওয়াল মোটরের মতো বড় চীনা সংস্থাগুলোর জন্য এই শিথিলতা যথেষ্ট নয়। এই গাড়ি নির্মাতারা দিল্লির তরফে ক্রমবর্ধমান তদন্তের মুখোমুখি হওয়ার পর ভারতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিকল্পনা স্থগিত রাখে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছে, সম্প্রতি কিরগিস্তানে আয়োজিত সম্মেলনের সময় শি জিনপিং ও নরেন্দ্র মোদী একটা সংক্ষিপ্ত বৈঠক করেন এবং সে সময় তারা জানিয়েছিলেন, দুই দেশ "প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, অংশীদার এবং তারা একে অপরের উন্নয়নের জন্য হুমকি নয়, বরং সুযোগ"। আসলে দুই দেশই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেদের অস্থিতিশীল সম্পর্ককে কেন্দ্র করে লড়ছে। হর্ষ ভি পন্থ ব্যাখ্যা করেছেন, "সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হয়েছে। এমনকি ইউরোপও চীনের প্রতি কঠোর হতে শুরু করেছে। চীনের অর্থনীতি মূলত রফতানি-ভিত্তিক অর্থনীতি এবং তাদের বাজার প্রয়োজন। ভারত তাদের কাছে একটা বড় বাজার হয়ে উঠতে পারে।" তার মতে, "ভারতের দিক থেকে একটা বড়ো সমস্যা হলো বাণিজ্য ঘাটতি, যা ১০০ বিলিয়ন (দশ হাজার কোটি) ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভারতের পণ্যের জন্য চীনে কোনো বাজার নেই। ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে (উৎপাদন ক্ষেত্রে) ভারত কৌশলগত ক্ষেত্র ছাড়িয়ে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে বাড়াতে চায়, তবে প্রযুক্তি হস্তান্তর হওয়া দরকার, যাতে ভারত ভ্যালু চেইনের (মূল্য শৃঙ্খলে) নিরিখে এগিয়ে যেতে পারে।" মি. পন্থের মতে শি জিনপিংয়ের দিল্লি সফরের সময় দু'পক্ষের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

চীন কী চায়?

সাংহাইয়ের ফুদান বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ এবং নয়াদিল্লিতে চীনা দূতাবাসের সাবেক কূটনীতিক লিন মিনওয়াং রয়টার্সকে বলেছেন, "চীন অবশ্যই সম্পর্কের উন্নতি করতে চায়, কিন্তু আমরা দেখতে চাই ভারত সত্যিই কতটা আগ্রহী।" তবে বড়ো ধরনের কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম বলেই ইঙ্গিত করেছেন তিনি। অন্যদিকে, মি. পন্থের কথায়, "চীনের অর্থনৈতিক শক্তি রয়েছে এবং একটা নির্ভরযোগ্য অংশীদার হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে তারা তা (অর্থনৈতিক শক্তি) ব্যবহার করতে পারে-বিশেষত এমন এক সময় যখন দুই দেশই মার্কিন বাণিজ্য নীতি দ্বারা প্রভাবিত।" তিনি বলেন, "অর্থনৈতিক ইস্যুতে মনোনিবেশ করা দুই দেশের স্বার্থের পক্ষে, তবে বিষয়টা তেমন সহজ নয়। বাণিজ্য ঘাটতি ছাড়াও বাজার প্রবেশাধিকার, বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বিধিনিষেধের বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। দুই পক্ষই এই সমস্যাগুলো কতটুকু সমাধান করতে পারে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।" চীনের সরকারি মিডিয়া গ্লোবাল টাইমস ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতির বিষয়ে আশাবাদী। গ্লোবাল টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, "২০২৫-২৬ আর্থিক বর্ষে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১৫১.১ বিলিয়ন (১৫ হাজার ১১০ কোটি) ডলারে পৌঁছেছে, যা চীনকে আরো একবার ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার করে তুলেছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উত্থান-পতন সত্ত্বেও, এই উৎসাহব্যঞ্জক পরিসংখ্যান দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের ধারাবাহিক উন্নতি এবং দুই দেশের অর্থনীতির ক্রমাগত শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির প্রতিফলন।" "তারা একসঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের আরো সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্য একটা শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে।"

যে-সব বাণিজ্যিক বাধার সমাধান দরকার

সম্পর্কের উষ্ণতা আনা ও উন্নতি সত্ত্বেও দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও অচলাবস্থা রয়ে গেছে। গত সপ্তাহে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, চীনের অ্যান্ট গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান আলিপের দেওয়া এক প্রস্তাব অনুমোদন করতে রাজি হয়নি দিল্লি। এই প্রস্তাবে ভারতের তাৎক্ষণিক পেমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করার কথা ছিল। অনুমোদন না দেওয়ার কারণ হিসেবে জাতীয় নিরাপত্তার উদ্বেগের কথা জানিয়েছিল ভারত। রয়টার্সের আরেক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারত সরকার চীনের মোবাইল ফোন নির্মাতা শাওমির বিরুদ্ধে তদন্তের সুপারিশ করার কথা বিবেচনা করছে। এই তদন্তের ভার ছিল সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিসের উপর। ভারতে ওই কোম্পানির

কার্যক্রম সংক্রান্ত কথিত অনিয়ম ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আইন লঙ্ঘনের বিষয়ে তদন্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে শাওমি বরাবরই দাবি করে আসছে যে, তারা আইন মেনেই কাজ করেছে। অন্যদিকে চীনের পক্ষ থেকেও অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, চীনা কর্মকর্তারা তাদের সংস্থাগুলোকে বন্দরের সরঞ্জাম, সৌর প্যানেল এবং মোবাইল উৎপাদন সরঞ্জামসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি এবং অবকাঠামোগত পণ্য ভারতের কাছে না বিক্রি করার কথা বলেছে। সংবাদ সংস্থার তরফে এটাও দাবি করেছে যে, সৌরশক্তি ও ইলেকট্রনিক্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ চীনা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে আটকে রাখা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একজন সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সুড়ঙ্গ নির্মাণের কয়েকটা মেশিন এইভাবে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আটকে রেখেছে। হর্ষ ভি পন্থ বলছিলেন, "দুইপক্ষের তরফ থেকেই কিছু বিধিনিষেধ কমানো যেতে পারে। তবে রাতারাতি ছবিটা বদলে যাবে বলে মনে হয় না। চীনের অর্থনৈতিক শক্তি থেকে লাভবান হতে চায় ভারত। কীভাবে চীনা বিনিয়োগ আনার চেষ্টা করা যায় তা নিয়েও ভারতে বিতর্ক রয়েছে।" "আর চীনকে দেখাতে হবে যে তারা ভারতের প্রতি অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে সিরিয়াস এবং এর একটা উদাহরণ হতে পারে ভারতকে তাদের (চীনা) বাজারে প্রবেশাধিকার দেওয়া।" গ্লোবাল টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "চীনের বাজারে ভারতের কৃষিপণ্য, খনিজ সম্পদ এবং বিশেষত ভোগ্যপণ্য প্রবেশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা থেকে ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষেত্র উপকৃত হবে।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

আমেরিকানদের ৫০০০ ডলার করে দেওয়ার ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি কি আতঙ্কের লক্ষণ?

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রচলিত রাজনৈতিক প্রচারণার নিয়মকানুন মেনে চলতে পছন্দ করেন না। কিন্তু মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়ী হলে প্রত্যেক নাগরিককে পাঁচ হাজার ডলার দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন, সেটিকে বেশ অদ্ভুত হিসেবেই দেখা হচ্ছে। বুধবার মিডটার্ম রিপাবলিকান কনভেনশনের উদ্বোধনী রাতে তার মূল বক্তব্যে এটি প্রধান শিরোনাম ছিল না। কিন্তু নিজের দীর্ঘ ভাষণের প্রায় এক ঘণ্টা পর তিনি এমন এক সময়ে বিষয়টি তোলেন, যখন শ্রোতাদের মনোযোগ কিছুটা কমতে শুরু করেছিল। যদিও এক ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থের এই প্রতিশ্রুতি কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে বা অর্থ কীভাবে বিতরণ করা হবে, সে বিষয়ে কোনো বিস্তারিত বিবরণ তিনি দেননি। এ বিষয়ে আরও তথ্য চাওয়া হলে হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে জানায়, "এই ঘোষণাটি আবারও প্রমাণ করে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এমন কাজ করেন যা তথাকথিত 'বিশেষজ্ঞরা' অসম্ভব বলে মনে করেন। তিনি আমেরিকান জনগণের জন্য তা বাস্তবায়ন করেন।" তবে এটি কীভাবে কার্যকর করা হবে, সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়নি। টেক্সাসের ডালাসে রিপাবলিকান কনভেনশন অ্যারেনায় উপস্থিত সমর্থকদের কাছ থেকে এই ঘোষণার সময় তুমুল করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু নভেম্বরের নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে থাকা রিপাবলিকানরা- যাদের স্বাধীন ভোটারসহ সংশয়ে থাকা ভোটারদের মনও জয় করতে হবে- তাদের বেশিরভাগই এই অনুষ্ঠান থেকে দূরে ছিলেন। এছাড়াও ট্রাম্পের অনেক রিপাবলিকান সহকর্মীও এই ঘোষণায় অবাক হয়েছিলেন। কেউ কেউ এটিকে স্বাগত জানালেও, যারা ট্রাম্পের সমালোচক, তারা দ্রুতই এর তীব্র নিন্দা জানান। যে রক্ষণশীলরা এর আগে ট্রাম্পের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছিলেন, বিশেষ করে তার প্রেসিডেন্সিতে ফেডারেল ঋণের লাগামহীন বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে, তারাও এই প্রতিশ্রুতির কড়া সমালোচনা করেছেন।

কেন্টাকির রিপাবলিকান প্রতিনিধি থমাস ম্যাসি- সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, "আপনাদের কথা জানি না, তবে খোলামেলাভাবে বলতে গেলে এই নভেম্বরে আমার ভোটটি পাঁচ হাজার ডলারে কেনা যেতে পারে- এই ধারণায় আমি অপমানিত বোধ করছি।" "তাছাড়া এটি যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবে, তা তো বলাই বাহুল্য। সব দিক বিবেচনা করে, আমি ১০ হাজার টাকার এক পয়সাও কমে কিছুতেই বিবেকবান নাগরিক হিসেবে এটি গ্রহণ করতে পারি না!" বলেন তিনি। সেনেটর সুসান কলিন্স বলেছেন, "কর ও ব্যয়ের সিদ্ধান্তগুলো আমেরিকান জনগণের প্রয়োজন এবং অর্থনীতির অবস্থার ওপর ভিত্তি করে নেওয়া উচিত, এগুলো যেন কোনোভাবেই নির্বাচনি ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে না হয়।" এদিকে, ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পের এই ঘোষণাকে একটি ফাঁকা প্রতিশ্রুতি বলে অভিহিত করেছে। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে এত বিশাল পরিমাণ অর্থ অনুমোদন করাতে পারবেন- এমন সম্ভাবনা কম। তবে বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট সিবিএস-এর মার্কিন অংশীদারকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন যে, এ জন্য তার কংগ্রেসের অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। সিবিএস-কে তিনি বলেন, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই এটি করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন, এরপর তিনি যোগ করেন, "যদি আমাদের প্রয়োজন হয়, আমি মনে করি তারা এটি করবে।" কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে রক্ষণশীল অনেক রিপাবলিকান প্রতিনিধি এই ধরনের ব্যয়কে সমর্থন করতে অস্বীকৃতি জানাবেন বলেই মনে হয়। সাবেক রিপাবলিকান প্রতিনিধি বব গুড এটিকে "ট্রাম্প ডিভিডেন্ড" বলে উল্লেখ করেছেন এবং "সমাজতান্ত্রিক ভোট কেনার স্কিম" বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তবে এই ঘোষণা এই বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ট্রাম্প এখনো নিজের দলের ওপর আধিপত্য বজায় রেখেছেন এবং অন্তত প্রতিনিধি পরিষদে তিনি এর আগেও তার দলের ঐতিহ্যগত রক্ষণশীল অবস্থানের সঙ্গে মেলে না এমন নীতির ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিদের নত করেছেন। ভোটারদের নগদ অর্থ দেওয়ার এই ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবারই প্রথম দিলেন না। তার বাণিজ্য শুল্কের মাধ্যমে

পাওয়া রাজস্ব থেকে আমেরিকানরা প্রত্যেকে যে দুই হাজার ডলারের চেক পাবেন বলে তিনি বলেছিলেন, যার অপেক্ষায় তারা এখনো বসে আছেন। আর ডজ ব্যয় সংকোচন নীতি থেকে যে পাঁচ হাজার ডলার আসার কথা ইলন মাস্ক প্রস্তাব করেছিলেন, সেটিও কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। অবশ্য, ট্রাম্প তার আমলে জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্য এক হাজার ডলার সরকারি অনুদানে ট্রাম্প সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। এছাড়া আমেরিকার ২৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য সমস্ত মার্কিন সামরিক সদস্য এক হাজার ৭৭৬ ডলার করে একটি বরাদ্দ পেয়েছেন। নভেম্বরে বড়ো ধরনের পরাজয়ের মুখে পড়ার আশঙ্কায় ডোনাল্ড ট্রাম্প কি এমন আকর্ষণীয় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়া জরুরি মনে করছেন- এটি কি তারই কোনো লক্ষণ? ব্যালটে প্রেসিডেন্টের নাম না থাকলেও মার্কিন ভোটাররা মধ্যবর্তী নির্বাচনগুলোকে বর্তমান প্রেসিডেন্টের ওপর এক ধরনের গণভোট হিসেবে বিবেচনা করেন- আর তাতে ক্ষমতাসীন দলের জন্য লড়াই করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

নির্বাচনের দুই মাসেরও কম সময় বাকি থাকতে, ট্রাম্প ঐতিহাসিকভাবে কম অনুমোদন রেটিং বা জনপ্রিয়তার মুখোমুখি হচ্ছেন। ইরানের সঙ্গে তার যুদ্ধ ধারাবাহিকভাবে অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং এর বিরূপ প্রভাবে সাধারণ আমেরিকানরা পেট্রল পাম্পে গিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। ভোটারদের কাছে জীবনযাত্রার ব্যয় বহন করার বিষয়টি এখনো একটি শীর্ষ ইস্যু এবং জো বাইডেনের আমলের কোভিড-পরবর্তী অবস্থা থেকে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও তা এখনো বেশ উঁচুতেই রয়েছে। তাহলে এই প্রতিশ্রুতি কি এমন ইঙ্গিত দেয় যে, তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের অনেককে জানানোর আগেই তিনি নিজের পকেট থেকে এই নীতিটি বের করে এনেছিলেন, যার পেছনে এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করেছে? একটি বড়ো নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ঘোষণার এটি নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত অভিনব উপায়। কিন্তু ট্রাম্পের রাজনৈতিক সাফল্য দাঁড়িয়ে আছে তার এই নিয়ম ভাঙার ব্যবসায়িক পদ্ধতির ওপরই। তার এই নতুন চাল হয়তো সফল হতে পারে- কিন্তু কেবল তখনই, যদি ভোটাররা বিশ্বাস করেন যে তিনি তাদের হাতে চেক তুলে দেওয়ার বিষয়ে আন্তরিক। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

বাংলাদেশে হামের ব্যাপক বিস্তার অব্যাহত

বাংলাদেশে হামের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষ হিমশিম খাচ্ছে। এর সবচেয়ে বেশি শিকার হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, বছরের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশে ৫৭ হাজারের বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছেন। অন্য কোনো দেশের পরিস্থিতি এতটা খারাপ ছিল না। বাংলাদেশের কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন, মার্চ মাস থেকে হামের সন্দেহ থাকা ও নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হওয়া মোট ১ হাজার জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভাষ্যমতে, গত এক বছরে টিকার ঘাটতি এবং নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে ব্যাঘাতের কারণে এই প্রাদুর্ভাব, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে, আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল মাস থেকে বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘ একটি জরুরি টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে।(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

মার্কিন অর্থ বিভাগের মিথ্যাচার তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে কোনো প্রভাব ফেলবে না : ইরান

অপরিশোধিত তেলের দাম ১০৫ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ইরানের সংসদের স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কলিবফ একটি চার্ট প্রকাশ করে বলেছেন, ভবিষ্যতে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের পদক্ষেপগুলো কার্যকর হবে না। ইরানের সংসদের স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কলিবফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, "আপনি যদি ভবিষ্যৎ তেলবাজার সম্পর্কে কোনো ধারণা পেতে চান এবং মার্কিন সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকর্তারা কিছু না বলেন, তাহলে চলুন ভবিষ্যতের দিকে তাকাই। তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে মার্কিন অর্থ বিভাগ নিজেদের অকার্যকর হাতিয়ারগুলোর ভাণ্ডার যেমন অ্যাক্সিওসে মিথ্যা প্রচার, বাজারে হস্তক্ষেপ, মজুত তেল ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি ব্যবহার করবে। কিন্তু এসবের কোনোটিই তেলের দাম কমাতে পারবে না। এই চার্টটি দেখুন, তবে এমন ভান করুন যেন আপনি জানেন না এর পরের ধাপে কী ঘটতে যাচ্ছে।"(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১১.০৯.২০২৬ নারগীস)

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১১.০৯.২০২৬ নারগীস)

বাহরাইনে মার্কিন পঞ্চম নৌবহরের সদর দপ্তর ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে: ইরান

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি এক মার্কিন কর্মকর্তার স্বীকারোক্তির প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, সত্যিকার অর্থে আমেরিকার জনগণের উচিৎ নয় ইসরায়েলি যুদ্ধগুলোর খরচ বহন করা উচিত নয়। পার্সটুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি এক বার্তায় লিখেছেন, মার্কিন নৌবাহিনী বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হাং কাও-এর এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির জন্য তাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। তিনি সঠিকই বলেছেন, ইরানের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী সত্যিই বাহরাইনে মার্কিন পঞ্চম নৌবহরের সদর দপ্তরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। একইভাবে মার্কিন আগ্রাসনে সহায়তাকারী অন্যান্য ঘাঁটিতেও হামলা চালিয়েছে। আসলে আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে ইসরায়েলের যুদ্ধগুলোর খরচ বহন করা উচিত নয়।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১১.০৯.২০২৬ নারগীস)

আইএইএ'র রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক নীতির কারণে অনেকে এনপিটি ত্যাগ করবে

ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব সতর্ক করেছেন, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক নীতির কারণে অনেক দেশকে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি) থেকে সরে যেতে বাধ্য করবে। ইরানিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনকে উদ্ধৃত করে পার্সটুডে জানিয়েছে, ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব মেজর জেনারেল মোহসেন রেজায়ি তার ভার্চুয়াল পেজে লিখেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার বোর্ড অফ গভর্নরসের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, এর কোনো আইনি বা প্রযুক্তিগত ভিত্তি নেই এবং এই সিদ্ধান্তটি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চাপকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। মেজর জেনারেল রেজায়ি সতর্ক করেছেন, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক নীতির কারণে অনেক দেশকে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি) থেকে সরে যেতে বাধ্য করবে।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : **১১.০৯.২০২৬** নারগীস)

ডয়চে ভেলে

ক্যানাডা ও ইউক্রেনের একশ বছরের অংশীদারিত্বের অঙ্গীকার

ক্যানাডা ও ইউক্রেন বৃহস্পতিবার একটি ঘোষণাপত্রে সই করেছে। সেখানে দুই দেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব একশ বছরের জন্য বজায় রাখার অঙ্গীকার করা হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এখন ক্যানাডা সফর করছেন। তিনি ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ও অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। জেলেনস্কি ও কার্নি জানিয়েছেন, ক্যানাডা ইউক্রেনকে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। কার্নি জানিয়েছেন, ক্যানাডা ও ইউক্রেন একটি চুক্তি করেছে, যেখানে মার্কিন জাম্পস্টার্ট মেকানিজমের মাধ্যমে ইউক্রেনকে ক্রিটিক্যাল এয়ার ডিফেন্স ইন্টারসেপটার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা ৩৫ কোটি ক্যানাডিয়ান ডলারের(২৬ কোটি মার্কিন ডলার) প্যাকেজ। জেলেনস্কি এর জন্য তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: **১১.০৯.২০২৬** রনি)

দিল্লিতে ব্রিকসের বৈঠকে যোগ দেবেন শি জিনপিং

দিল্লিতে ব্রিকসের শীর্ষবৈঠকে যোগ দেবেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। সাত বছর পর আবার ভারতে আসছেন শি। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং দিল্লিতে **১২** ও **১৩** সেপ্টেম্বর ব্রিকসের **১৮**তম শীর্ষ বৈঠকে যোগ দেবেন। গত একসপ্তাহ ধরে চীনের প্রেসিডেন্টের ভারত সফর নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রচুর জল্পনা হয়েছে। সেই সব জল্পনার অবসান হলো। গালওয়ানের পর দুই দেশের সম্পর্কে চিড় ধরেছিল এবং তারপর শি জিনপিং আর ভারত সফরে আসেননি। বার্তাসংস্থা রয়টার্স সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানাচ্ছে, যে সব চীনা কোম্পানি এখন ভারতে বিনিয়োগ করতে চায়, বিশেষ করে উচ্চপ্রযুক্তি ও অত্যাধুনিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে, তারা নিজেদের দেশেই স্ক্রুটিনির মধ্যে পড়ছে। তা সত্ত্বেও গত বছর দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় সাড়ে ১২ শতাংশ বেড়েছে। চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে তা ২৩ শতাংশ বেড়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন ইতিমধ্যেই দিল্লি এসে পৌঁছেছেন।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: **১১.০৯.২০২৬** রনি)

৯/১১-র হামলায় জার্মানির সংযোগ ও বদলে যাওয়া

২০০১ সালের **১১** সেপ্টেম্বর (৯/১১) যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনায় জার্মানির তথাকথিত হামবুর্গ সেল-এরও ভূমিকা ছিল। জার্মানির জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নতুন করে সাজাতে হয়েছিল সেই হামলার কারণে। জার্মানির তখনকার প্রেসিডেন্ট ইয়োহানেস রাউ বলেছিলেন, ''দিনটি সারা বিশ্বকে বদলে দিয়েছে।" নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের জ্বলন্ত টুইন টাওয়ার ধসে পড়ার দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন তিনি। ইসলামপন্থি সন্ত্রাসীরা চারটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে সেগুলোকেই প্রাণঘাতী অস্ত্রের মতো ব্যবহার করায় ২০০১ সালের **১১ই** সেপ্টেম্বরের সেই হামলায় প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় তিন হাজার মানুষ।

৯/১১-এর হামলার শিকার ১১ জার্মান

ভয়াবহ সেই হামলার বিষয়ে কথা বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না জার্মানির রাষ্ট্রপ্রধান। ইয়োহানেস রাউ বলেছিলেন, ''আজ যা ঘটেছে তার রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিণতি কী হবে, তা আমরা জানি না। টেলিভিশনের পর্দায় আমরা যা ঘটতে দেখেছি, তা এতটাই মর্মান্তিক যে, তা ঠিকভাবে অনুধাবন বা তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার অবস্থায় আমরা ছিলাম না।" খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জানা যায়, নিহতদের মধ্যে ৯২টি দেশের মানুষ ছিলেন এবং তাদের মধ্যে **১১** জন ছিলেন জার্মানির নাগরিক।

মোহাম্মদ আত্তা এবং হামবুর্গ সেল

একটা খবর ছড়িয়ে পড়েছিল তখন। শুরুতে গুজব মনে হলেও হামলার পরের দিনই নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সন্দেহভাজন চার ছিনতাইকারীর মধ্যে তিনজন সত্যিই কিছুদিন আগেও জার্মানির হামবুর্গ শহরে বসবাস করেছেন। ধারণা করা হয়, ইসলামপন্থি সন্ত্রাসীদের এই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে পড়াশোনা করতে জার্মানির উত্তরাঞ্চলের শহরটিতে আসা মিশরীয় বংশোদ্ভূত তরুণ মোহাম্মদ আত্তা। এক পর্যায়ে উগ্র মতাদর্শে দীক্ষিত হন আত্তা। হামবুর্গের আল-কুদস মসজিদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। পরে জার্মানির নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ মসজিদটি বন্ধ

করে দেয়। জীবনের শেষ তিন বছর অন্য দুই সন্দেহভাজন হামলাকারীর সঙ্গে হামবুর্গের একটি অ্যাপার্টমেন্টে কাটিয়েছিলেন মোহাম্মদ আত্তা। হামবুর্গের ওই তথাকথিত সন্ত্রাসী চক্রে ছয়জন ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। ছয়জনের মধ্যে অন্যতম মরক্কোর নাগরিক মুনির আল-মোতাসাদেক। ৯/১১ হামলার ঘটনায় দায়ের করা প্রথম মামলায় তাকে অপরাধকর্মের সহায়তাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য হওয়া এবং কয়েক হাজার মানুষের হত্যাকাণ্ডে সহায়তা ও প্ররোচনার দায়ে ২০০৩ সালে হানসেয়াটিক হাইয়ার রিজিওনাল কোর্ট তাকে সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়।

গুয়ানতানামোয় আটক জার্মানিতে জন্ম নেওয়া মুরাত কুরনাৎস

সাজা ভোগের পর মুনির আল-মোতাসাদেককে তার নিজের দেশ মরক্কোয় ফেরত পাঠানো হয়। আরেক সন্দেহভাজন হামলাকারীর নাম রামজি বিন আল-শিভ। পাইলট মোহাম্মদ আত্তার ঘনিষ্ঠ রামজির জন্ম ইয়েমেনে। ২০০৬ সাল থেকে গুয়ানতানামো বে-তে যুক্তরাষ্ট্রের বন্দিশিবিরে বিনা বিচারে আটকে রাখা হয় তাকে। শত শত সন্দেহভাজনকে আটকে রাখা হয়েছিল ওই কারাগারে। মানবাধিকার সংগঠন ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো মনে করে, এভাবে মানুষকে আটকে রাখা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি। গুয়ানতানামোয় যাদের আটকে রাখা হয়েছিল, তাদের একজনের নাম মুরাত কুরনাৎস। তার জন্ম জার্মানির ব্রেমেনে। টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলায় সম্পৃক্ততা প্রমাণ করার মতো কোনো তথ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় প্রায় পাঁচ বছর পর, ২০০৬ সালের আগস্টে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ওই সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা বই লেখেন মুরাত কুরনাৎস। তার সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি চলচ্চিত্রও হয়েছে ২০১৩ সালে ।

তদন্ত কমিটির মুখোমুখি জার্মানির বর্তমান প্রেসিডেন্ট

মুরাত কুরনাৎসহ কয়েকজনকে উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সন্দেহের আওতায় নেয়ার বিষয়টি নিয়ে তখন প্রশ্ন উঠেছিল। জার্মানির সংসদ বুন্ডেসটাগের তদন্ত কমিটি এর কারণ জানতে তৎপর হয়। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তলব করা হয় বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্টদের। জার্মানির তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক-ভাল্টার স্টাইনমায়ারকেও তখন তদন্ত কমিটির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তদন্তকারীদের মূল প্রশ্ন ছিল, জার্মানিতে জন্ম নেওয়া তুর্কি পাসপোর্টধারী মুরাত কুরনাৎসকে ২০০২ সালেই ফিরিয়ে আনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জার্মানির নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ কেন তখন ফিরিয়ে আনেনি। তদন্ত কমিটিকে স্টাইনমায়ার বলেছিলেন, ''গুয়ানতানামোয় জনাব কুরনাৎসকে যে ভয়াবহ কষ্ট শিকার করতে হয়েছে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই – আমারও না। ঠিক এ কারণেই তার ক্ষেত্রে আইনের শাসন মেনে চলার বিষয়টি আমরা নিশ্চিত করতে চেয়েছি। তবে একই সঙ্গে এটাও দয়া করে বুঝবেন যে, নিজেদের দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও আমাদের ওপর ন্যস্ত ছিল।"

গেরহার্ড শ্র্যোয়েডারের 'শর্তহীন সংহতি' ঘোষণা

৯/১১-র হামলার পরের দিনি সংসদে বক্তব্য রেখেছিলেন জার্মানির তখনকার চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্র্যোয়েডার। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দল (এসপিডি)-র নেতা বলেছিলেন, ''গতকাল, অর্থাৎ ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ইতিহাসে আমাদের সবার জন্য একটি কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।" নিজের বক্তব্যে জার্মানির জনগণের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''আমি জার্মানির শর্তহীন.... জোর দিয়ে বলছি – শর্তহীন সংহতির নিশ্চয়তাও দিয়েছি তাকে।" শ্র্যোয়েডার আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যে ধরনের সহায়তা চাইবে জার্মানি তা-ই দেবে। সেই সহযোগিতার মধ্যে অবশ্যই ''এই জঘন্য হামলার জন্য দায়ী এবং এর নেপথ্যের ব্যক্তিদের শনাক্ত করা ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া" থাকবে বলেও জানান তিনি।

সংসদে সন্ত্রাসবিরোধী আইন পাস

শ্র্যোয়েডারের ওই বক্তব্য একগুচ্ছ কঠোর আইন প্রণয়নের পথ প্রশস্ত করে। টুইন টাওয়ারে হামলার কয়েক সপ্তাহ পরেই প্রথম 'নিরাপত্তা প্যাকেজ' ঘোষণা করে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও গ্রিন পার্টির সমন্বয়ে গড়া জোট সরকার। অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ, জনবল বৃদ্ধি এবং পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ক্ষমতা বাড়ানোর মতো কিছু বিষয়ের উল্লেখ ছিল সেই প্যাকেজে। এছাড়া আগে যেসব ধর্মীয় সংগঠন বিশেষ সুরক্ষার আওতায় ছিল, সেগুলোর কার্যকলাপ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জার্মানির বেসিক ল-এর পরিপন্থি হলে, কিংবা তারা কোনো অপরাধমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে, অন্যান্য সংগঠনের মতো সেগুলোকেও নিষিদ্ধ করার বিধান রাখা হয় নতুন নিরাপত্তা প্যাকেজে। যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার চার মাসেরও কম সময়ের মধ্যে সন্ত্রাসবিরোধী আইন জার্মানিতে কার্যকরও হয়ে যায়।

আফগানিস্তান যুদ্ধে জার্মানি

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী সামরিক প্রভাবও ছিল। ওই হামলার পরের মাসেই, অর্থাৎ ২০০১ সালের অক্টোবরে আফগানিস্তানে তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। আফগানিস্তানে হামলা শুরুর আগে আল-কায়েদা সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের প্রধান এবং ৯/১১ হামলার সম্ভাব্য মূল পরিকল্পনাকারী ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তালেবান তাতে রাজি হয়নি। তারপরই শুরু হয় আফগানিস্তান যুদ্ধ। ২০০১ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সেই যুদ্ধে জার্মানিও যোগ দেয়। ২০ বছর ধরে চলার পর ২০২১ সালের আগস্টে শেষ হয় যুদ্ধ। আবার ক্ষমতায় ফেরে তালেবান। আন্তর্জাতিক বাহিনীর তিন হাজার ৬০০-র মতো সৈন্য সেই

যুদ্ধে নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে জার্মানির সামরিক বাহিনীর ৫৯ জন সদস্য এবং জার্মানির তিনজন পুলিশ কর্মকর্তাও ছিলেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১১.০৯.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

ঢাকা-১৭ আসনের ২৮ মসজিদ ও ১০ মন্দিরে প্রধানমন্ত্রীর অনুদান

রাজধানীর ঢাকা-১৭ আসনের বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মসজিদ, মাদরাসার পাশাপাশি আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন মন্দিরেও এ অনুদান দেওয়া হয়। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ঢাকা-১৭ আসনের অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট মসজিদ ও মন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় ঢাকা-১৭ আসন এলাকার ২৮টি মসজিদে ২ লাখ ৪৭ হাজার টাকা করে অনুদানের চেক দেওয়া হয়। পাশাপাশি শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১০টি মন্দিরকে ৩ লাখ টাকা করে মোট ৩০ লাখ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে সহযোগিতা এবং শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন নির্বিঘ্ন করতে এ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি সুজাউদ্দৌলা সুজন মাহমুদ এ তথ্য জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

পর্যটক এক্সপ্রেসের ধাক্কায় হাত-পা হারানো সেই শিশুটি মারা গেছে

চট্টগ্রাম নগরের ষোলশহর রেলওয়ে ক্রসিংয়ে পর্যটক এক্সপ্রেসের ধাক্কায় আহত শিশু রাহাত (১০) মারা গেছে। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। রাহাত পাঁচলাইশ থানার ২ নম্বর গেট এলাকার আব্দুল মালেক সাহেবের বাসার মো. ফারুকের ছেলে। শিশুটির বাবা মো. ফারুক জাগো নিউজকে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, জুমার নামাজ শেষে ২০ টাকা নিয়ে চটপটি খেতে গিয়েছিল ছেলে। আচমকা পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেন এসে আমার ছেলের জীবন শেষ করে দিল। ফারুক বলেন, মেডিকেলে নেওয়ার এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা পর ছেলে মারা গেছে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে ঠিক আছে, ঠিক আছে বলে আশ্বাস দিয়েছে। এর আগে শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে ষোলশহর রেলওয়ে ক্রসিং এলাকায় ট্রেনের নিচে পড়ে গুরুতর আহত হয় রাহাত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

সিঙ্গাপুরের মতো বরিশালেও জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিকাশের সুযোগ রয়েছে

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি বলেছেন, জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ওপর ভিত্তি করে সিঙ্গাপুর আজ বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। বরিশাল অঞ্চলেও এ ধরনের শিল্পের বিকাশের সুযোগ রয়েছে। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) সংসদ ভবনের এলডি হলে বরিশাল ডিভিশনাল জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিডিজেএ), ঢাকা আয়োজিত 'আগামীর বরিশাল: সম্ভাবনা ও করণীয়' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। চিফ হুইপ বলেন, সাগর, নদী, মাছ, গ্যাস, খনিজ সম্পদসহ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ একটি অঞ্চল বরিশাল। বলতে গেলে আমরা ডায়মন্ড খনির ওপর বসে আছি।অর্থনৈতিকভাবে দীর্ঘদিন পিছিয়ে থাকা এই অঞ্চলে রয়েছে অপার সম্ভাবনা। দেশকে এগিয়ে নিতে বরিশাল অঞ্চলের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আন্দালিভ রহমান, নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আহম্মদ সোহেল মনজুর এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর অংশগ্রহণ করেন। চিফ হুইপ বলেন, বরিশাল অঞ্চলের মানুষ সবসময় প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে। অথচ এ অঞ্চলে সাগর, নদী ও পর্যটনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশাল সম্ভাবনার দুয়ার রয়েছে। বরিশালে পর্যাপ্ত শিল্পাঞ্চল বা অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে ওঠেনি। পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা গেলে এখানে জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙা ও জাহাজ মেরামত শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। নূরুল ইসলাম মনি বলেন, জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ওপর ভিত্তি করে সিঙ্গাপুর আজ বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে।

বরিশাল অঞ্চলেও এ ধরনের শিল্পের বিকাশের সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি এখানে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের সম্ভাবনাও রয়েছে। সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বরিশালকে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন, বরিশালসহ উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। শুধু বিচ্ছিন্ন প্রকল্প গ্রহণ না করে যোগাযোগব্যবস্থা, শিল্প, বন্দর, পর্যটন, মৎস্য ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে সমন্বিতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। এ অঞ্চলের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো গেলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বরিশাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আন্দালিভ রহমান/ছবি: জাগো নিউজ সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আন্দালিভ রহমান বলেন, বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন করলেই হবে না; দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, গত ১৭ বছরে রাজনীতিবিদদের অবস্থান এতটাই নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ভালো মানুষ এখন আর রাজনীতিতে আসতে চান না। এমনকি রাজনীতিবিদদের ছেলে-মেয়েরাও রাজনীতিতে আসতে আগ্রহী হচ্ছে না। আন্দালিভ রহমান বলেন, কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য ভালো মানুষের

রাজনীতিতে আসা জরুরি। তা না হলে এ দেশে এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো গুণী ও জনকল্যাণমুখী রাজনীতিবিদ তৈরি হবে না। সেমিনারে বরিশাল অঞ্চলের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে শিল্পায়ন, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, পর্যটন বিকাশ, নদী ও সমুদ্রসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, বন্দর উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিডিজেএ' র সভাপতি মাহবুব সৈকতের সভাপতিত্বে ও যুগান্তরের বিশেষ প্রতিনিধি কাজী জেবেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিডিজেএ'র সাধারণ সম্পাদক সানবীর রূপল, সদস্য সচিব নাজিয়া আফরিনসহ বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

বাবা গুম, মা দুর্ঘটনায় নিহত- সেই রিফাদের জন্য বই পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী

রাজধানী ঢাকার দারুসসালাম থানা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ও ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মফিজুল ইসলাম রাশেদ ২০১৩ সালের ৪ এপ্রিল গুমের শিকার হন। এরপর থেকে বাবার অপেক্ষায় অনিশ্চয়তার মধ্যেই বেড়ে উঠছে তার ছোট ছেলে রামীমুল ইসলাম রিফাদ। স্বামীর গুমের বিচারের জন্য ছোটাছুটিতে মোহাম্মদপুরে রিফাদের মা রুমা বেগম ২০২১ সালের নভেম্বরে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। মায়ের মৃত্যুর পর সাভারের হেমায়েতপুরে পরিবারের বসতভিটাটুকুও চাচার দখলে চলে যায়। ফলে বাবা-মা দুজনকেই হারিয়ে রিফাদ বর্তমানে চাঁদপুরে খালার কাছে থেকে বালিথুবা আব্দুল হামিদ উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। এবার সে এসএসসি পরীক্ষার্থী। গুম পরিবারের সন্তান রিফাদের এসএসসি পরীক্ষার জন্য কিছু বই, টেস্ট পেপার প্রয়োজন। রিফাদের বড় ভাই রিমন বিষয়টি জানালে বিএনপির চেয়ারম্যান ও 'আমরা বিএনপি পরিবার'- এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তার অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমনকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) 'আমরা বিএনপি পরিবার'-এর সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিন মিথুন রিফাদের পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় বই তার ভাই রিমনের হাতে পৌঁছে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সদস্য মাসুদ রানা লিটন, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনিস্টিউট ছাত্রদলের সভাপতি আব্দুল জলিল, ঢাকা কলেজ ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল মিসবাহ, শেকৃবি ছাত্রদল নেতা শোআইব ইসলাম ও ইয়াসির আরাফাত মিরাজ প্রমুখ। গুমের শিকার পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে 'আমরা বিএনপি পরিবার' সংগঠন সাধ্যমতো কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি -১ জাহিদুল ইসলাম রনি এ তথ্য জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

খসড়া সাইবার সুরক্ষা আইন ঢেলে সাজানোর দাবি টিআইবির

খসড়া সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন ২০২৬-এ এমন কিছু বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা জনগণের মৌলিক মানবাধিকার, বাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঝুঁকি সৃষ্টি করবে উল্লেখ করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ, অংশীজনদের মতামত ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে খসড়াটি ঢেলে সাজাবার আহ্বান জানাচ্ছে সংস্থাটি। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'খসড়া সাইবার সুরক্ষা আইন ২০২৬' এ সাইবার অপরাধ, সাইবার সুরক্ষা ও জনগণের মতপ্রকাশের অধিকার-সম্পর্কিত তিনটি জটিল বিষয় একটি আইনে অন্তর্ভুক্ত করে তিনটির কোনোটিতেই যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা তৈরি করা হয়েছে। তার ভাষ্যে, সাইবার অপরাধের সঙ্গে সাইবার সুরক্ষার মতো বিশেষায়িত ক্ষেত্রকে একাকার করে ফেলার পাশাপাশি সাইবার জগতে মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যা সম্পূর্ণ ভিন্ন, এ ধরনের আইনের আওতা-বহির্ভূত এবং বৈশ্বিক উত্তম চর্চার পরিপন্থি। খসড়া আইনটি অনুমোদিত হলে বাংলাদেশের সাইবার স্পেস একটি অবারিত নজরদারি, জবাবদিহিহীন, নিপীড়নমূলক ভুবনে পরিণত হবে জানিয়ে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'খসড়া আইনটিতে গুজব, অপতথ্য, হেয়প্রতিপন্ন, মানহানিকর, রাষ্ট্রের জন্য অবমাননাকরসহ বেশকিছু ধারণাকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে টার্গেটেড অপব্যবহার ও বিশেষ করে বাক-স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ করার ঝুঁকি সৃষ্টি করা হয়েছে। অধিকন্তু, 'যৌনহয়রানি' ও 'সেক্সটর্শন' ইত্যাদি শব্দবন্ধকে এমন অপেশাদার ও অসম্পূর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা প্রকৃত অপরাধকে আড়াল করে অভিযুক্তের সুরক্ষা আর ভুক্তভোগীর অধিকার হরণের সম্ভাবনা তৈরি করেছে।' তিনি বলেন, ধারা-৪৬(২) এ অ-জামিনযোগ্য অপরাধ হিসেবে ধারা-২৩ এর উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে দেশের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষাসহ 'বৈদেশিক কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক' এবং 'বৈদেশিক কোনো রাষ্ট্র বা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সুবিধার্থে' ইত্যাদি যে সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার ঘাটতি ও প্রায়োগিক প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীনদের মর্জিমাফিক হওয়ার কারণে অপব্যবহারের মাধ্যমে ভিন্নমত ও বাক-স্বাধীনতাকে ব্যাপক হুমকির মুখে ফেলবে।

জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিলের উল্লেখ করে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীসহ ২৮ সদস্যের সমন্বয়ে সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল গঠনের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, সেখানে বেসরকারি পর্যায়ের 'তথ্যপ্রযুক্তি বা

মানবাধিকারবিষয়ক' বিশেষজ্ঞ হিসেবে মাত্র দুইজনের অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে। এই দুইজন আবার সরকারকর্তৃক মনোনীত হবেন। ফলে 'সুরক্ষা কাউন্সিল' সরকারের সরাসরি কর্তৃত্বাধীন অবস্থায় কোনো প্রকার জবাবদিহিহীনভাবে এ আইনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা ও যথেচ্ছ প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করবে। অতএব, এ ধরনের ধারাসমূহ ঢেলে সাজিয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম সংশ্লিষ্টখাতে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে এই কাউন্সিল গঠনের আহ্বান জানাই।' স্বাধীন ও নিরপেক্ষ জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল গঠন সাপেক্ষে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারের পরিবর্তে কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব রেখে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'কাউন্সিল সদস্যসহ এই আইনের অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে 'সরল বিশ্বাসে' তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য যে কোনো ধরনের ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা থেকে যেভাবে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা 'আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান' এই মৌলিক নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সার্বিক বিবেচনায় খসড়া আইনটি ঢেলে সাজানো ছাড়া অনুমোদিত হলে বাংলাদেশের সাইবার স্পেস একটি অবারিত নজরদারি, জবাবদিহিহীন, নিপীড়নমূলক ভুবনে পরিণত হবে, যেখানে জনগণের অভিগম্যতা সরকারের মর্জিমাফিক নিয়ন্ত্রিত হবে এবং ভিন্নমত দমনসহ মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন স্বাভাবিকতায় পরিণত হবে।' ক্ষমতাসীন দল বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে সব নাগরিকের সাইবার সুরক্ষার যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, তা মনে করিয়ে দিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে খসড়াটি ঢেলে সাজাবার জোর দাবি জানাচ্ছে টিআইবি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

বঙ্গোপসাগরে ইঞ্জিন বিকল ট্রলারসহ ১২ জেলেকে উদ্ধার করলো নৌবাহিনী

বঙ্গোপসাগরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসতে থাকা মাছ ধরার ট্রলার এফবি নাঈমসহ ১২ জেলেকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাতে নৌবাহিনীর জাহাজ 'পদ্মা' কয়েক ঘণ্টার অভিযান চালিয়ে ট্রলারটি শনাক্ত করে জেলেদের উদ্ধার করে। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বঙ্গোপসাগরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত চলাকালে রাতের অন্ধকার, বৈরী আবহাওয়া ও সি স্টেট-৪-এর উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়। রাডারের মাধ্যমে ট্রলারটির অবস্থান শনাক্তের পর রাত সাড়ে ১০টার দিকে এফবি নাঈম ও এর ১২ আরোহীকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর জেলেদের খাবার ও বিশুদ্ধ পানি দেওয়া হয়। এ সময় মাছ ধরতে গিয়ে আহত এক জেলেকে প্রাথমিক চিকিৎসাও দেওয়া হয়। পরে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই ট্রলারটিকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার টেনে (টোয়িং) সুন্দরবনসংলগ্ন দুবলার চরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের আউটপোস্টের কাছে নেওয়া হয়। সেখানে ট্রলারসহ উদ্ধার হওয়া ১২ জেলেকে কোস্ট গার্ডের কাছে হস্তান্তর করে নৌবাহিনী। জেলেদের ভাষ্যমতে, গত ৮ সেপ্টেম্বর পায়রা বন্দর থেকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে যায় এফবি নাঈম। পরদিন রাতে ট্রলারটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেলে ১২ জেলেসহ সেটি বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকে। আইএসপিআর জানায়, সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত জেলে ও নৌযানকে দ্রুত উদ্ধার করে নিরাপদে পৌঁছে দিতে নৌবাহিনী নিয়মিত টহল ও নজরদারি কার্যক্রমের পাশাপাশি উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে আসছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

কাজ না করেই চার প্রকল্পের পুরো টাকা লোপাট

ভোলা পৌরসভার চারটি ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্পে বরাদ্দ ১২ লাখ ৫৯২ টাকা। কাগজে-কলমে এসব প্রকল্পের জন্য বাস্তবায়ন কমিটিও আছে, বরাদ্দের টাকাও উত্তোলন হয়েছে। কিন্তু মাঠে গিয়ে মিলছে না প্রকল্পের কাজের কোনো চিহ্ন। উল্টো বাস্তবায়ন কমিটিতে থাকা পৌরসভার পাঁচ কর্মচারী বলছেন, এসব প্রকল্পের কাজ সম্পর্কেই তারা জানেন না। ফলে কাজ ছাড়াই সরকারি বরাদ্দের টাকা উত্তোলনের অভিযোগ ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে প্রকল্প বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে। ভোলা পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে টিআর প্রকল্পের আওতায় পৌর এলাকার ড্রেন নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারের জন্য চারটি প্রকল্পে মোট ১২ লাখ ৫৯২ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এর মধ্যে সদর রোডের বরিশাল দালানসংলগ্ন সংযোগ ড্রেন নির্মাণে ৩ লাখ টাকা, সদর রোডের ঘোষপট্টি সংলগ্ন সংযোগ ড্রেন নির্মাণ এবং ১ নম্বর ওয়ার্ডের আমিরুল ইসলামের বাসার সীমানা ড্রেন থেকে আবহাওয়া অফিসের বাউন্ডারি সংলগ্ন ড্রেন মেরামত ও নির্মাণে সাড়ে ৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এ ছাড়া ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষপট্টি সড়কের ড্রেন সংস্কার ও মেরামতে ৩ লাখ ৫০ হাজার ৫৯২ টাকা এবং কাশিশ্বর ব্রিজ থেকে খাদ্য গুদাম পর্যন্ত ড্রেন সংস্কার ও মেরামতে ৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে বরাদ্দের বিপরীতে প্রকল্পগুলোর বাস্তব অবস্থা জানতে সরেজমিনে গিয়ে কোনো ড্রেন নির্মাণ, সংস্কার বা মেরামতের কাজের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি বলে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে। বরিশাল দালান এলাকার ব্যবসায়ী কিরণ ও স্থানীয় বাসিন্দা মো. মনির হোসেন বলেন, কয়েক বছর ধরে বরিশাল দালানসংলগ্ন সংযোগ ড্রেনের কোনো কাজ হয়নি। কয়েক মাস আগে বরিশাল দালানের সামনে মাটি খোঁড়া হয়েছিল। দুই দিন পর আবার বালু দিয়ে সেটি ভরাট করা হয়। তারা বলেন, ওই সময় জানতে চাইলে তাদের বলা হয়েছিল সেখানে ড্রেনের কাজ হবে। কিন্তু এরপর কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও ড্রেনের কোনো কাজ হয়নি। অন্যদিকে খাদ্য গুদামসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা মো. ইবাদুর রহমান ও মো. মোশারেফ হোসেন বলেন, সাত-আট বছর আগে কাশিশ্বর ব্রিজ থেকে খাদ্য গুদাম পর্যন্ত ড্রেনের কাজ হয়েছিল। এরপর আর কোনো কাজ হয়নি। এমনকি সংস্কার বা মেরামতের কাজও হয়নি। তাদের

ভাষ্য, এ বছর ওই ড্রেন সংস্কার ও মেরামতের জন্য ৩ লাখ টাকা বরাদ্দের কথা তারা শুনেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সংস্কার বা মেরামতের কাজ হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা মো. রাহিম ইসলাম বলেন, চারটি প্রকল্পে মোট ১২ লাখ ৫৯২ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও কোনো কাজ হয়নি বলে তারা দেখেছেন। তার অভিযোগ, কাজ না করেই অর্থ উত্তোলন করে নেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

কারিগরি ত্রুটিতে আদানির এক ইউনিট বন্ধ, বাড়ছে লোডশেডিং

কয়লা সংকট কাটিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর পর ফের কারিগরি ত্রুটির কারণে বন্ধ হয়ে গেছে আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি ইউনিট। এতে কেন্দ্রটির বিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। ফলে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ ঘাটতি তৈরি হওয়ায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় লোডশেডিং বেড়েছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) সূত্রে জানা গেছে, ঝড়ের কারণে কয়লা সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় গত ৭ আগস্ট থেকে আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদন কমতে শুরু করে। প্রায় এক মাস ধরে সীমিত উৎপাদনের পর গত মাসের শেষ দিকে কেন্দ্রটি ধীরে ধীরে উৎপাদন বাড়াতে শুরু করে। সূত্র বলছে, কারিগরি ত্রুটির কারণে এক ইউনিট বন্ধ হওয়ার পরে বিদ্যুৎ সরবরাহ কমতে শুরু করেছে। এতে লোডশেডিং বাড়ছে। পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসির তথ্যে দেখা যায়, ৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা পিক রাত ৯টায় আদানি থেকে বিদ্যুৎ এসেছে ১৪৩০ মেগাওয়াট। এর দুই ঘণ্টা পর থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ কমতে শুরু করেছে। গতকাল ১০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা পিকে ৬৯১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এসেছে। আজও ৭০০ মেগাওয়াট এর কমবেশি বিদ্যুৎ আসছে। যেখানে বিদ্যুৎ আসতো ১২০০ থেকে ১৪০০ মেগাওয়াট। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বর্তমানে বিদ্যুৎ চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় আদানির কেন্দ্রের একটি ইউনিট বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রভাব পড়ছে জাতীয় গ্রিডে। উৎপাদন কমে যাওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় লোডশেডিংয়ের পরিমাণও বেড়েছে। কেন্দ্রটির কারিগরি ত্রুটি মেরামত করে ইউনিটটি দ্রুত চালু করা গেলে উৎপাদন আবার বাড়বে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে ইউনিটটি কবে নাগাদ পুনরায় উৎপাদনে ফিরবে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

গ্যাস সংকটে ভোগান্তি বাড়ছে সিএনজি অটোরিকশা চালকদের, কমছে উপার্জন

গ্যাস সংকটের কারণে দুর্ভোগ কমছে না রাজধানীর সিএনজি চালকদের। দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে গ্যাস নিতে হচ্ছে তাদের। দীর্ঘ অপেক্ষায় নষ্ট হচ্ছে কর্মঘণ্টা, কমে যাচ্ছে দৈনিক আয়। অনেক চালককে গ্যাসের জন্য দিনের একটি বড় সময় স্টেশনে কাটাতে হওয়ায় নির্ধারিত দৈনিক জমার টাকা পরিশোধ করতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রাজধানীর বেশ কয়েকটি সিএনজি স্টেশন ঘুরে এচিত্র দেখা গেছে। সরেজমিনে রাজধানীর বিভিন্ন সিএনজি ফিলিং স্টেশনে দেখা গেছে, গ্যাস নিতে গাড়ির দীর্ঘ সারি তৈরি হচ্ছে। অনেক চালক কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও পর্যাপ্ত গ্যাস পাচ্ছেন না। কোথাও গ্যাসের চাপ কম থাকায় ধীরগতিতে গাড়িতে গ্যাস দেওয়া হচ্ছে। ফলে একটি গাড়ির পেছনে অপেক্ষমাণ অন্য গাড়িগুলোকেও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। চালকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, স্বাভাবিক সময়ে যে সময়টুকু রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে আয় করার কথা, তার একটি বড় অংশ এখন গ্যাস সংগ্রহ করতেই চলে যাচ্ছে। অনেক চালককে দিনে দুই দফায় গ্যাস নিতে হয়। একবার গ্যাস নেওয়ার পর কিছুক্ষণ গাড়ি চালিয়ে আবার গ্যাসের জন্য স্টেশনে ফিরতে হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন যাত্রী পরিবহনের সময় কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে জ্বালানি সংগ্রহের ভোগান্তি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

রোগীর পরীক্ষা হয় বাইরে, হাতেনাতে প্রমাণ পেলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সরকারি ব্যবস্থাপনায় রক্তসহ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রোগীদের বাইরে থেকে পরীক্ষা করিয়ে আনার অভিযোগের সত্যতা পেয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব অনিয়মের প্রমাণ পান। এ সময় হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে রোগী ও স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন এবং চিকিৎসার কাগজপত্র ও বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্ট দেখেন। পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যে অভিযোগ শুনে এখানে এসেছি সেটা শতভাগ সত্যি। ডেঙ্গু শনাক্তে সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বাইরের ডায়াগনস্টিক সেন্টার (জমজম, সততা ও সান) থেকে লোক এসে রোগীদের রক্ত সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার প্রমাণ পেয়েছি।' স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এখানে সুবিধা আছে। বাইরে থেকে লোক এসে এখান থেকে ব্লাড নিয়ে যায়, এরা কি অন্ধ? ডাক্তার আছে, চোখে দেখবে না?’ সাংবাদিকদের সামনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাগজ দেখিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি অর্থে রোগীদের পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাইরের লোক এসে নমুনা নিয়ে যাচ্ছে। রোগীরা কেন বাইরে পরীক্ষা করাবেন সে প্রশ্নও তোলেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে রোগীদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে। এরপরও যদি বাইরের লোক এসে রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় তাহলে এর সঙ্গে কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

দৌলতপুরে পদ্মায় পানি বেড়ে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত, সাপ আতঙ্কে বানভাসিরা

টানা বৃষ্টি ও ভারতের উজান থেকে নেমে আসা ঢলে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এতে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ও চিলমারী ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে প্রায় অর্ধলাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন। ডুবে গেছে সড়ক ও আবাদি জমি। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পানি ঢুকে পড়ায় বন্ধ রয়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। রান্নার জায়গা ও চলাচলের পথ তলিয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন চরাঞ্চলের মানুষ। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বিষধর সাপের উপদ্রব। ঘরবাড়ি ও বসতভিটার আশপাশে সাপের আনাগোনায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন বানভাসি মানুষের। পাবনা ওয়াটার হাইড্রোলজি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ভারী বর্ষণ ও উজানের ঢল অব্যাহত থাকায় গত এক সপ্তাহ ধরে পদ্মা নদীতে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১০ সেন্টিমিটার করে পানি বাড়ছে। শুক্রবার সকাল ৯টায় হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে নদীর পানির উচ্চতা ছিল ১৪ দশমিক ২ সেন্টিমিটার। সেখানে বিপৎসীমা ১৩ দশমিক ৮০ সেন্টিমিটার। পাবনা ওয়াটার হাইড্রোলজি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ইলিয়াস হোসেন বলেন, উজান থেকে নেমে আসা ঢল ও টানা বৃষ্টির কারণেই পদ্মায় পানি দ্রুত বাড়ছে। পানি বৃদ্ধির প্রবণতা এখনো অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় সূত্র জানায়, হঠাৎ পানি বেড়ে যাওয়ায় চরাঞ্চলের যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সড়কগুলো পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় নৌকা, ডিঙি নৌকা (টিন দিয়ে তৈরি বিশেষ নৌকা) ও ভেলাই হয়ে উঠেছে চলাচলের প্রধান মাধ্যম। অনেক পরিবারের রান্নার জায়গা পানিতে তলিয়ে গেছে। দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট। গবাদিপশু নিয়ে বিপাকে পড়েছেন কৃষক ও খামারিরা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে আটতলা ভবন ঘিরে পুলিশের অভিযান, ৬৩ বিদেশি নাগরিক আটক

চট্টগ্রাম নগরের খুলশী-জালালাবাদ এলাকায় আটতলা এক ভবনে অভিযান চালিয়ে ৬৩ জন বিদেশি নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোনসহ ৭০টি ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করা হয়েছে। গ্রেফতাররা চার দেশের বাসিন্দা। গতকাল বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাতে কাউন্টার টেররিজম ইউনিট ও পুলিশের যৌথ দল এ অভিযান চালায়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে চীন, পাকিস্তান, লাওস ও ভিয়েতনামের নাগরিক রয়েছেন বলে অভিযান সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) মোহাম্মদ ফয়সাল আহম্মেদ। তিনি বলেন, ভবনটিতে বিপুলসংখ্যক বিদেশি নাগরিকের অবস্থান ও সন্দেহজনক কার্যক্রমের তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ৬৩ জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোনসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করেছে পুলিশ। মোহাম্মদ ফয়সাল আহম্মেদ আরও বলেন, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে চীন, পাকিস্তান, লাওস ও ভিয়েতনামের নাগরিক রয়েছেন। তারা কী উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছেন, ভবনটিতে কেন অবস্থান করছিলেন এবং সেখানে কী ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন- এসব বিষয় যাচাই করা হচ্ছে। এছাড়া তাদের বৈধ কাগজপত্র, ভিসার ধরন এবং তারা কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, সেসব তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তার বক্তব্য প্রত্যাহারে আসিফ মাহমুদের আইনি নোটিশ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের 'প্রাথমিক সত্যতা' মিলেছে বলে জানিয়েছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) জনসংযোগ কর্মকর্তা ও উপ-পরিচালক আখতারুল ইসলাম। ওই বক্তব্য প্রত্যাহারে তাকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম জনি এই নোটিশ পাঠান। এনসিপির মিডিয়া সেল থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ২ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে আখতারুল ইসলাম আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে বদলি, নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগের 'প্রাথমিক সত্যতা' পাওয়ার কথা জানান। তার ওই বক্তব্যের পর বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার হয়। আইনি নোটিশে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর তথ্যগত অসঙ্গতিও তুলে ধরা হয়েছে। ৩৮ জন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার চলতি দায়িত্ব বাতিলের অভিযোগ করা হলেও বাস্তবে ১১২ জন কর্মকর্তার চলতি দায়িত্ব বাতিল করা হয়েছিল। প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয় তাদের চলতি দায়িত্ব বাতিলের ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর করে। এতে আরও বলা হয়েছে, এছাড়া ১৫০ জন সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি সংক্রান্ত অভিযোগে আসিফ মাহমুদকে জড়ানোও ভিত্তিহীন। আসিফ মাহমুদ উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন ২০২৫ সালের ১০ ডিসেম্বর। অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট পদোন্নতির ঘটনাটি ঘটে চলতি বছরের ১১ মে। অর্থাৎ, পদোন্নতির ঘটনাটি ঘটে তার পদত্যাগের পাঁচ মাস পরে এবং বিএনপি সরকার গঠনের তিন মাসের মাথায়। এ অবস্থায়, আইনি নোটিশে দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তাকে গণমাধ্যমে প্রকাশিত তার বক্তব্য ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যাহার এবং ভবিষ্যতে যাচাই ও প্রমাণসমর্থিত তথ্য ছাড়া বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনি ব্যবস্থা না নিলে তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৫০০ ধারাসহ প্রচলিত আইনে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সবাইকে সচেতন হতে হবেঃ মেয়র শাহাদাত

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সিটি করপোরেশনের মশক নিধন কার্যক্রমের পাশাপাশি নগরবাসীকেও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা গেলে ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। এজন্য নিজ নিজ বাসাবাড়ি ও আশপাশে পানি জমতে না দেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) পতেঙ্গার কমিশনার ঘাটা, দক্ষিণ পাড়া ও বাটারফ্লাই রোড এলাকায় পরিচ্ছন্নতা, মশক নিধন ও নাগরিক সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে এসব কথা বলেন তিনি। চসিক মেয়র বলেন, তিন দিনে একদিন জমা পানি ফেলে দিতে হবে। নিজ আঙিনা পরিষ্কার রাখতে হবে। বাসাবাড়ির ছাদ, ফুলের টব, বালতি, ড্রাম, এসির নিচে ও নির্মাণাধীন ভবনে কোথাও পানি জমে আছে কি না, নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। তিনি বলেন, থেমে থেমে বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন স্থানে পানি জমছে। জমে থাকা পানিতে অল্প সময়ের মধ্যেই এডিস মশার লার্ভা জন্ম নিতে পারে। তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে পানি জমতে না দেওয়া এবং জমে থাকা পানি দ্রুত অপসারণ করাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। চসিকের চলমান মশক নিধন কার্যক্রমের কথা তুলে ধরে মেয়র বলেন, এডিস মশার লার্ভা ধ্বংসে বিটিআই পদ্ধতিতে ওষুধ প্রয়োগের পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ মশা নিধনে ফগার মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। নগরের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করে সেখানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। চসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজে গাফিলতির অভিযোগ থাকলে তা জানাতে নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কোথাও ঠিকমতো ওষুধ ছিটানো হচ্ছে না বা কোনো ধরনের গাফিলতি হচ্ছে- এমন অভিযোগ থাকলে আমাদের জানাবেন। 'আমাদের চট্টগ্রাম' অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি অভিযোগ করা যাবে। অভিযোগ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

সন্তান কুসন্তান হলে আইন করেও বাবা-মায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনকে কোরআন-সুন্নাহবিরোধী আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমেদ। তিনি বলেছেন, কোরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন দেশের জনগণ মেনে নেবে না। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ঢাকা মহানগর আয়োজিত 'সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশে' প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। মাওলানা জালালুদ্দীন আহমেদ বলেন, উত্তরাধিকার সম্পত্তি কীভাবে বণ্টন হবে, সে বিষয়ে কোরআন-সুন্নাহতে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। এটি একটি মীমাংসিত বিষয়। তাই এ বিষয়ে নতুন করে আইন প্রণয়ন করা কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করার শামিল। তিনি বলেন, জীবদ্দশায় বাবা-মায়ের সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে লিখে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হলে অনেক বাবা মেয়েসন্তানদের বঞ্চিত করে শুধু ছেলেদের নামে সম্পত্তি লিখে দিতে পারেন। এর ফলে মেয়েসন্তানরা তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সরকার বাবা-মায়ের নিরাপত্তা ও ভরণপোষণ নিশ্চিত করতে, এ ধরনের আইন করছে এমন বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, বাবা-মা বৃদ্ধ হলে তাদের দেখভাল করবে সন্তানরাই। জমি-সম্পত্তি তাদের শারীরিক সেবা করতে পারবে না। সন্তান কুসন্তান হলে আইন করেও বাবা-মায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। খেলাফত মজলিসের মহাসচিব বলেন, বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষ মুসলমান। উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের বিষয়টি যখন কোরআন-হাদিসে নির্ধারিত তখন এ বিষয়ে নতুন আইন করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

ফিল্ড ফায়ারিংয়ে আহত সেনা কর্মকর্তাকে দেখতে সিএমএইচে প্রধানমন্ত্রী

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ফিল্ড ফায়ারিং অনুশীলনের সময় ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণকালে আকস্মিক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত সেনা কর্মকর্তাকে দেখতে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) গেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিএমএইচে গিয়ে চিকিৎসাধীন ওই সেনা কর্মকর্তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন প্রধানমন্ত্রী। এসময় সেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান উপস্থিত ছিলেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী আহত সেনা কর্মকর্তার দ্রুত ও পূর্ণ সুস্থতা কামনা করেন। পাশাপাশি তার সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। এ সময় সেখানে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আহত সেনা কর্মকর্তা ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সাহস ও সান্ত্বনা দেন প্রধানমন্ত্রী। গত বুধবার চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ফিল্ড ফায়ারিং অনুশীলন চলাকালে একটি ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণের সময় আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে। এতে সেনাবাহিনীর দুই সদস্য নিহত এবং একজন সেনা কর্মকর্তা গুরুতর আহত হন। পরে আহত কর্মকর্তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনায় নিহত দুই সেনাসদস্যের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি সুজাউদ্দৌলা সুজন মাহমুদ এ তথ্য জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

হজ কার্যক্রমে অংশ নিতে অনুমতি পেল ৭০২ এজেন্সি

আগামী বছর (২০২৭ সাল) হজ কার্যক্রমে অংশ নিতে এ পর্যন্ত মোট ৭০২টি এজেন্সিকে অনুমতি দিয়েছে সরকার। সর্বশেষ বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সপ্তম পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে যোগ্য ২২টি হজ এজেন্সির তালিকা প্রকাশ করেছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এর আগে ছয় দফায় ৬৮০টি এজেন্সিকে অনুমতি দেয় সরকার। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ১৫ মে সৌদি আরবে হজ অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের জন্য ৭৮ হাজার ৫০০ জনের কোটা নির্ধারণ করেছে সৌদি আরব। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর হজের নিবন্ধন শেষ হবে। নির্ধারিত সময়ের পর নিবন্ধনের সময় আর বাড়ানোর সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। ধর্ম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রকাশিত তালিকার কোনো এজেন্সি যৌক্তিক কারণ ছাড়া ২০২৭ হজ মৌসুমে হজযাত্রী নিবন্ধন (প্রাক-নিবন্ধন নয়) না করলে সেই এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হজযাত্রী নিবন্ধনের আগে যোগ্য তালিকাভুক্ত এজেন্সিগুলোকে পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রুপ (অ্যালায়েন্স) গঠন করতে হবে। সৌদি সরকারের নির্ধারিত এজেন্সি প্রতি ন্যূনতম হজযাত্রীর কোটা কোনো এজেন্সি এককভাবে বা সমন্বয়ের মাধ্যমে পূরণ করতে পারলে সেই এজেন্সি বা লিড এজেন্সি সৌদি আরবে হজযাত্রী পাঠাতে পারবে। এজেন্সিগুলোকে ই-হজ সিস্টেমে ঘোষিত প্যাকেজ নির্ধারণ করে হজযাত্রী নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। এই প্যাকেজই হজযাত্রী ও এজেন্সির মধ্যে চুক্তিপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

বৃদ্ধ মা-বাবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই সম্পত্তি হস্তান্তর বিল পাস

বৃদ্ধ মা-বাবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই জাতীয় সংসদে সম্পত্তি হস্তান্তর বিল পাস করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। তিনি বলেন, সম্পত্তি হস্তান্তর বিল নিয়ে বিরোধীদলের সদস্যরা শরিয়া আইনের দোহাই দিয়ে এর বিরোধিতা করেছেন। অথচ তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে শরিয়া আইন চালুর কোনো ঘোষণা ছিল না। মা-বাবা ভালো থাকুক, এটা কে না চায়? বৃদ্ধ মা-বাবার অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের বিরোধিতা করা দুঃখজনক। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে চিফ হুইপ এসব কথা বলেন। জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে এ সংবাদ সম্মেলন হয়। চিফ হুইপ বলেন, তৃতীয় অধিবেশনে পাস হওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলোর মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তর বিল অন্যতম। এ আইনের মাধ্যমে বৃদ্ধ মা-বাবা সন্তানকে সম্পদ দান বা হস্তান্তর করলেও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওই সম্পদের ভোগদখলের অধিকার তাদের থাকবে। সন্তান সম্পদ গ্রহণের পর যাতে মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে বা অসহায় অবস্থায় ফেলে দিতে না পারে, সে লক্ষ্যেই আইনটি করা হয়েছে। মা-বাবার প্রতি সম্মানের বিষয়ে হাদিসের নির্দেশনার কথা উল্লেখ করে নূরুল ইসলাম বলেন, ইসলামে মা-বাবার প্রতি সম্মান ও দায়িত্ব পালনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গা থেকে বৃদ্ধ মা-বাবার সুরক্ষায় প্রণীত আইনের বিরোধিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে চিফ হুইপ বলেন, বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ নিজেও গুমের শিকার হয়েছিলেন। প্রথম অধিবেশনে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আসা ১৩৩টি আইনের মধ্যে ১৬টি সংসদীয় পর্যালোচনার জন্য রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে পর্যালোচনা ও বিভিন্ন অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে এসব আইনকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। তিনি জানান, গুম প্রতিরোধ ও মানবাধিকার-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের আগে ১৬ জন বিদেশি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের পরামর্শ নেওয়া হয়। পাশাপাশি আইনজীবী, বিচারক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন অংশীজনের মতামত নেওয়া হয়, যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো সুযোগ না থাকে। চিফ হুইপ জানান, নতুন মানবাধিকার বিলে আগের 'অনূর্ধ্ব ১০ বছর' শাস্তির বিধান বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন শাস্তির সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডের বিধানও যুক্ত করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে নূরুল ইসলাম বলেন, বিগত সরকারের রেখে যাওয়া ঋণের বিপরীতে গত পাঁচ মাসে ২০৫ কোটি ডলার ঋণ ও সুদ পরিশোধ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় রোধে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কৃচ্ছ্রসাধনের নীতি নিয়েছেন। এমপি-মন্ত্রীদের রসিদ ছাড়া বিল পরিশোধ না করা, সরকারি প্রটোকল কমানো এবং সাধারণ জীবনযাপনের মতো বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি খাবারের ব্যয়ের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, আগে বছরে যেখানে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা খাবারের বিল হতো, সেখানে ব্যয় কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎখাত প্রসঙ্গে চিফ হুইপ বলেন, একটি ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে কমপক্ষে দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগে। বিগত সরকার আদানি গ্রুপের সঙ্গে অসম চুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১৭ শতাংশ বৈদেশিক নির্ভরতা তৈরি করেছিল। বিদ্যুৎ না পেলেও বিপুল অঙ্কের ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বিদ্যুৎ খাতের দায়মুক্তি-সংক্রান্ত অধ্যাদেশ এবং বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের আগের ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকেরও সমালোচনা করেন চিফ হুইপ। কৃষিখাতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে তিনি বলেন, মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষকদের সুদসহ ঋণ মওকুফের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুলসংখ্যক কৃষক উপকৃত হয়েছেন। দুই কোটি পরিবারের জন্য 'কৃষক কার্ড' চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশে সারের চাহিদা প্রায় ৩৫ লাখ মেট্রিক টন। এর বিপরীতে বর্তমানে ১৬ থেকে ১৭ লাখ মেট্রিক টন অতিরিক্ত সার মজুত রয়েছে। তবে বিতরণে সাময়িক সমস্যার জন্য বিগত সরকারের তিন হাজার ৮০০ থেকে চার হাজার সার ডিলার পলাতক থাকার কথা উল্লেখ করেন তিনি। তাদের কেউ কেউ কালোবাজারির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলেও দাবি করেন চিফ হুইপ। কৃষি

উৎপাদন বাড়াতে খাল খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। সংবাদ সম্মেলনে হুইপ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, মো. আখতারুজ্জামান মিয়া ও এ বি এম আশরাফ উদ্দিন নিজান উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

ঘুসের রেট ২০ হাজার থেকে দেড় লাখ, টাকা ছাড়া কাজ করেন না ভূমি কর্মকর্তা

নামজারির আবেদন করেছেন নিয়ম মেনেই। কাগজপত্রও আছে। তবু কাজ এগোয় না। কখনো কাগজে সমস্যা, কখনো জমিতে জটিলতা। এভাবে দিনের পর দিন ঘুরতে হয় ভূমি কার্যালয়ে। শেষ পর্যন্ত সেই 'জটিলতা' কাটাতে দিতে হয় টাকা। মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার দরগ্রাম ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা আব্দুল মোতালেবের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেছেন একাধিক সেবাপ্রার্থী। তাদের দাবি, নামজারি ও জমি-সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা দিতে ২০ হাজার টাকা থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুস চাওয়া হয়। সেবাপ্রার্থীদের অভিযোগ, টাকা না দিলে আটকে থাকে তদন্ত। আর টাকা দিলে দ্রুত করে দেওয়া হয় কাজ। ভুক্তভোগীদের একজন আনছের আলী। নামজারির জন্য ঘুরেছেন প্রায় দেড় বছর। একের পর এক সমস্যার কথা বলে তার আবেদন বাতিল করা হয়। পরে তাকে পাশের একটি কক্ষে নিয়ে ২০ হাজার টাকা দাবি করা হয় বলে অভিযোগ তার। আনছের আলী জাগো নিউজকে বলেন, 'নামজারি করার জন্য আমি দেড় বছর ঘুরেছি। বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে আমার আবেদন বাতিল করে দেওয়া হয়। পরে পাশের একটি রুমে নিয়ে ২০ হাজার টাকা দাবি করে। টাকা দেওয়ার পরই আমার নামজারি করে দেওয়া হয়। দেড় বছর ঘুরে বাধ্য হয়ে টাকা দিয়েছি।' আনছের আলীর মতো আরও কয়েকজন সেবাপ্রার্থী একই ধরনের অভিযোগ করেছেন। তাদের ভাষ্য, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকার পরও ঘুস ছাড়া ভূমি কার্যালয় থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া কঠিন। দড়গ্রাম ইউনিয়নের কালিকাবাড়ি গ্রামের মোহাম্মদ মতিউর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, 'ভূমি অফিস থেকে এই ইউনিয়নের আমার তিনটি জায়গার খারিজ (নামজারি) করেছি। এজন্য আমার কাছ থেকে ৯০ হাজার টাকা নিয়েছে।' একই ইউনিয়নের বাসিন্দা মাসুদ মিয়ার ভাষ্য, 'আমাদের দড়গ্রাম ইউনিয়নের ভূমি অফিসের নায়েব (উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা) টাকা ছাড়া কোনো কাজ করে না। টাকা না দিলে নানান সমস্যা দেখায়। টাকা দিলেই সব কিছুই সমাধান করে দেয়।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

পদ্মা ব্যারাজ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিপ্লবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

পানিসম্পদ মন্ত্রী মো. শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, পদ্মা ব্যারাজ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিপ্লবের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্প। এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশের ২৬ জেলার অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটাবে। এটা খুব আধুনিক প্রযুক্তি। এর বাস্তবায়ন হলে কৃষি বিপ্লব হবে এবং এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। আর এর মাধ্যমে বৃদ্ধি পাবে মাছের উৎপাদন। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে রাজবাড়ী জেলার পাংশার হাবাসপুরে প্রস্তাবিত পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। পানিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, ২০০৪ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার সময় এই প্রকল্পটির কারিগরি সমীক্ষা করা হয়েছে। আজকে ২০২৬ সালে এসে তা বাস্তবায়ন করার জন্য একনেকে পাস করানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নির্বাচনের আগে আপনাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন, আজকে তার নেতৃত্বেই বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে পদ্মা ব্যারাজ। আগামী বছরের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসের যে কোনো সময়ে প্রধানমন্ত্রী পদ্মা ব্যারেজের উদ্বোধন করবেন। শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, পদ্মা ব্যারাজ বাস্তবায়নের আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছি। আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে তা বাস্তবায়ন হবে। সেই জন্য মাঠের কারিগরি সমীক্ষা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বিশেষ টিম আমাদের সঙ্গে এসেছে। এটি আমাদের দেশীয় অর্থে সাত বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১৩ মে একনেক সভায় পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রকল্পের মোট প্রস্তাবিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৩ হাজার ৪৭৪ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। ২০২৬ সালের জুলাই থেকে জুন ২০৩৩ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে রাস্তার পাশে শত শত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি বলেছেন, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে ফার্মগেট থেকে জাহাঙ্গীর গেট পর্যন্ত রাস্তার পাশে শত শত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন। পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এবং রপ্তানি শুরু করে। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে চিফ হুইপ এসব কথা বলেন। জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে এ সংবাদ সম্মেলন হয়। বর্তমান বিএনপি সরকারের সময়ে কৃষক কার্ডের পাশাপাশি ফ্যামিলি কার্ড, হেলথ কার্ড ও ইমামদের ভাতা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন চিফ হুইপ। পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিগত সরকারের করা ১০১টি সমঝোতা স্মারক এবং চট্টগ্রাম বন্দরে বিদেশি জাহাজকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো বিভিন্ন চুক্তি পর্যালোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সরকার 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতি নিয়েছে। দেশের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা হবে। অর্থ পাচার রোধ এবং দেশের আর্থিক সুরক্ষার জন্য অর্থমন্ত্রী ব্যাংক রেজোল্যুশন (সংশোধন) বিল থেকে ১৮(ক) ধারা বাতিল করেছেন বলেও জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বিভিন্ন জনসভার বক্তব্য তুলে ধরে চিফ হুইপ বলেন, প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে

জানিয়েছেন, তিনি কোনো নির্দিষ্ট দলের প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি পুরো দেশের প্রধানমন্ত্রী। বিদ্যুৎ ও গ্যাস সমস্যার কারণে জনগণের কষ্টের জন্য প্রধানমন্ত্রী আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তার নেতৃত্বাধীন সরকার দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের সদিচ্ছার কোনো ঘাটতি থাকলে তা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সংসদে বাকস্বাধীনতা চর্চার পাশাপাশি শালীনতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নূরুল ইসলাম বলেন, সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে মতপার্থক্য ও বিতর্ক থাকবেই। তবে জাতীয় স্বার্থে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও শালীনতা বজায় রেখে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হবে। তিনি সরকার ও বিরোধীদলকে গণতন্ত্র পুনর্নির্মাণ এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। সংবাদ সম্মেলনে হুইপ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, মো. আখতারুজ্জামান মিয়া ও এ বি এম আশরাফ উদ্দিন নিজান উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চান বলেই আওয়ামী লীগের মিছিলঃ সারজিস

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চান বলেই পতিত স্বৈরাচার নিষিদ্ধ (কার্যক্রম) আওয়ামী লীগ মিছিল দিতে পারে। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এ মন্তব্য করেন। এর আগে, এদিন দুপুর পৌনে ১২টার দিকে রাজধানীর গুলশান থানার ৩ নম্বর সড়কের কেএফসি-সংলগ্ন গলিতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ১৫০ থেকে ২০০ জন নেতাকর্মী জড়ো হয়ে মিছিল বের করেন। পরে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে গেলে মিছিলকারীরা পুলিশের দিকে ককটেল নিক্ষেপ করেন। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ দুই রাউন্ড রাবার বুলেট ছুড়ে মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় বলে জানান গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দাউদ হোসেন। পুলিশ এ সময় মিছিলে অংশ নেওয়া আরাফাত ও আব্দুর রহিমকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে পাঁচটি তাজা ককটেল জব্দ করা হয়। মিছিলটি প্রায় ৩০ সেকেন্ড স্থায়ী ছিল জানিয়ে তিনি বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে গুলশান এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

চাকরির ভাইভায় ৫০% নম্বর মানে দলীয় লোকদের অবৈধ সুবিধা দেওয়ার কৌশল

সরকারি চাকরির পরীক্ষার ভাইভায় ৫০ শতাংশ নম্বর রাখা মানে সরকারি দলের লোকদের অবৈধ সুবিধা দেওয়ার কৌশল। এমনটাই মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিব ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি শেখ ফজলুল করীম মারুফ। তিনি শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেন বলে দলের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের প্রচার সম্পাদক শফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন। ফজলুল করীম মারুফ বলেন, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে সচেতন মেধাবী শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কারের দাবিতে মাঠে নেমেছিলেন। তৎকালীন সরকার যৌক্তিক আন্দোলনকে স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তাদেরই দেশ ছাড়তে হয়েছে। বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, চাকরির পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে হচ্ছে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে জায়গা করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ভাইভা বোর্ডে ৫০ শতাংশ নম্বর রাখা মানেই এখানে সরকারি দলীয় লোকদের অবৈধ সুবিধা দেওয়ার কৌশল। এ সিদ্ধান্ত বহাল রাখলে দেশ খুব দ্রুতই উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। মেধাবীদের নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য এ ধরনের হঠকারী একটি সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। মোটকথা সরকারি চাকরির পরীক্ষায় ভাইভায় ৫০ শতাংশ নম্বর বরাদ্দ জাতি ধ্বংসের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

চলতি বছরই ৪১ লাখ পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবেঃ প্রধানমন্ত্রী

চলতি বছরই ৪১ লাখ পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় তিনি বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করছে সরকার। শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে ঢাকা-১৭ আসনের অন্তর্ভুক্ত মসজিদ ও মন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে অনুদানের চেকপ্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যা বৈশ্বিক, যার প্রভাব বাংলাদেশেও চলছে। সরকার চেষ্টা করছে এই সমস্যা সমাধানের। দেশের ১৩০টি গ্যাসকূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করছে সরকার বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, তেল-বিদ্যুতের মতো গ্যাস নিয়ে কিছু অসাধু লোক অবৈধ কাজ করছে। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। যারা অবৈধ কাজ করবে, অন্যায় করবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ অবৈধভাবে কাউকে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। বিগত সময়ে রাষ্ট্রের সম্পদ ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ কেউ যাতে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে সে জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে সরকার। চেকপ্রদান অনুষ্ঠানে ঢাকা-১৭ আসন এলাকার ২৮টি মসজিদে ২ লাখ ৪৭ হাজার টাকা করে অনুদানের চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১০টি মন্দিরকে ৩ লাখ টাকা করে মোট ৩০ লাখ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে সহযোগিতা এবং শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন নির্বিঘ্ন করতে এ আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হয়েছে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যখন ভালো বুঝবেন তখন ভারত সফর করবেন: দীনেশ ত্রিবেদী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যখন ভালো বুঝবেন তখন তিনি ভারত সফর করবেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। তিনি বলেন, 'টেকনিক্যাল কমিটি আছে তারা আলোচনা করছে। তাড়াহুড়ো করার কোনো জায়গা নেই।' শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে কবীর-লালন ভাবসংগীত উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। দীনেশ ত্রিবেদী আরও বলেন, 'সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। বাণিজ্য সম্পর্ক কোনোকিছুতে আটকাবে না।' এসময় ভারতের সাধক কবি সন্ত কবীর ও বাংলাদেশের সাধক কবি লালনের জীবনাদর্শও তুলে ধরে ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, 'কোনো ধর্মেই বিভাজনের কথা নেই। ধর্মীয় বিভাজন দূর করে শান্তি ফেরাতে সব ধর্মের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।' এছাড়া সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বানও জানান তিনি। এদিকে সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ফজলুর রহমান বলেন, 'বর্তমান সরকারের হাত ধরে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সমস্ত অন্ধকার দূর হবে।' সে লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ আসাদ)

শিক্ষার মানোন্নয়নে রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়: ত্রাণমন্ত্রী

শিক্ষার মানোন্নয়নে রাতারাতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তবে শিক্ষকসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগামী এক বছরের মধ্যেই জেলার শিক্ষাব্যবস্থায় একটি দৃশ্যমান ও কাঙ্ক্ষিত উন্নতি আনা সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু। শুক্রবার বিকেলে লালমনিরহাট জেলার চার্চ অব গড মিশন ক্যাম্পাসে লালমনিরহাট সদর উপজেলায় মাদ্রাসা, কারিগরি ও কলেজ পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং শিক্ষকগণের সঙ্গে আয়োজিত এক বিশেষ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। লালমনিরহাট জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসক রাশেদুল হক প্রধানের সভাপতিত্বে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর ওপর জোর দিয়ে মন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো ধরনের অনিয়ম বা প্রশাসনিক ত্রুটি সহ্য করা হবে না। সমস্যাগুলো দ্রুত চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন তিনি।শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, সততা, নিষ্ঠা ও আদর্শের সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে। মন্ত্রী বলেন, জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সঠিক পরিবেশ বজায় রাখতে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ আসাদ)

তদন্ত করলে প্রত্যেক ছাত্র উপদেষ্টার নামে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যাবে: প্রতিমন্ত্রী নুর

সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের ছাত্র উপদেষ্টাদের নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ও দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।নিরপেক্ষ তদন্ত করা হলে প্রত্যেক ছাত্র উপদেষ্টার বিরুদ্ধে অন্তত শতকোটি টাকার দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যাবে বলে দাবি করেছেন তিনি। শুক্রবার সকালে ডিআরইউ সাগর-রুনি মিলনায়তনে গণঅধিকার পরিষদ, মহানগর দক্ষিণের কর্মিসভায় বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধু একজন উপদেষ্টা নয়, এই তথাকথিত ছাত্র উপদেষ্টা যারা ছিল, তাদের যদি সঠিক এবং নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হয়, তবে প্রত্যেকের অন্তত শতকোটি টাকার দুর্নীতি পাওয়া যাবে। তিনি অভিযোগ করেন, জুলাই অভ্যুত্থানের পর জাতীয় ঐক্য ধরে রেখে রাষ্ট্র পুনর্গঠনে যেভাবে কাজ করার কথা ছিল, তা সম্ভব হয়নি। এর পেছনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ ও ছাত্র উপদেষ্টাদের ভূমিকা দায়ী বলে উল্লেখ করে তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে দল-মত-নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের অভূতপূর্ব সমর্থন ছিল। কিন্তু সেই ঐক্য রক্ষা করা যায়নি। নুরুল হক নুর আরো দাবি করেন, মিডিয়ার মাধ্যমে সামনে আসা এই ছাত্র উপদেষ্টারা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেছেন। বিপ্লবের আড়ালে তারা ফ্যাসিবাদী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন সুবিধাবাদী মহলের সঙ্গে আঁতাত করেছেন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।গণঅধিকার পরিষদের এই নেতা বলেন, তরুণদের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের ছিল, তা ছাত্র উপদেষ্টাদের কার্যকলাপে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনীতি সঠিক পথে এগোতে পারেনি। এ সময় দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাস নিয়ে নুর বলেন, এই যে ছয় মাস দায়িত্বে আছি, যে যত কথাই বলুক-স্পেসিফিকভাবে কেউ কোনো দুর্নীতি-অনিয়ম প্রমাণ করতে পারবে না। যেদিন প্রমাণ করবে, আমরা বলেছি সেদিন আমরা দায়িত্ব ছেড়ে দেব। তিনি বলেন, জনগণের ভ্যাট-ট্যাক্সের টাকায় পরিচালিত রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে জনগণকে সেবা দিতে হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ আসাদ)

ভারতের সঙ্গে ১০১ চুক্তি পর্যালোচনা করছে সরকার, শিগগিরই সিদ্ধান্ত : চিফ হুইপ

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে হওয়া ভারতের সঙ্গে ১০১টি চুক্তি পর্যালোচনা করছে সরকার, শিগগিরই সিদ্ধান্ত আসবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজধানীতে একটি অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানান তিনি। চিফ হুইপ বলেন, বিভিন্ন অনৈতিক চুক্তি থেকে বের হয়ে আসছে

বর্তমান সরকার। বিএনপি সরকারের মূলনীতি হচ্ছে- সবার আগে বাংলাদেশ। তিনি জানান, ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ভারত আমন্ত্রণ জানায়নি। স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাকে আমন্ত্রণ না জানানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ। নূরুল ইসলাম মনি বলেন, চট্টগ্রাম পোর্টে বাংলাদেশ ও বন্ধু দেশের দুইটি জাহাজ একসঙ্গে আসলে, বন্ধু দেশের জাহাজ আগে খালাস হবে। দেশের স্বার্থ বিরোধী এমন অসংখ্য চুক্তি করে গেছেন শেখ হাসিনা। আমরা সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি। আমাদের দেশের স্বার্থ রক্ষার পরেই বন্ধুত্ব বজায় রাখা হবে। চিফ হুইপ বলেন, এই দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমরা স্বাবলম্বী করতে চাই এই দেশকে। এর জন্য আমাদের যা যা করা দরকার আমরা তাই করবো।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০৯.২০২৬ এলিনা)

এক লাখ টন জ্বালানি তেল দেশে আসছে আফ্রিকা ঘুরে

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত ও বাণিজ্যিক জাহাজে ধারাবাহিক হামলার কারণে হরমুজ প্রণালিসহ আশপাশের নৌপথে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ নৌপথ এড়িয়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) জন্য এক লাখ টনের বেশি অপরিশোধিত জ্বালানি তেল নিয়ে আফ্রিকা ঘুরে বাংলাদেশে আসছে মার্শাল আইল্যান্ডের পতাকাবাহী জাহাজ এমটি নিনেমিয়া। আগামী শনিবার জাহাজটির চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। এর আগে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাত শুরুর পর একই জাহাজে করে বাংলাদেশে প্রথম ক্রুড অয়েলের চালান এসেছিল। ওই চালানের তেল দিয়ে ক্রুড অয়েলের মজুদ ফুরিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইস্টার্ন রিফাইনারির উৎপাদন ইউনিট পুনরায় চালু করা হয়। বিপিসির শতভাগ ক্রুড অয়েল পরিবহন করে রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি)। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থেই বিএসসি ও জাহাজটির মালিকপক্ষ বা স্থানীয় এজেন্টের দীর্ঘ আলোচনার পর তারা এই বিকল্প দীর্ঘ পথে রাজি হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, স্বাভাবিক সময়ে সৌদি আরবের ইয়ানবু বন্দর থেকে জাহাজটি লোহিত সাগর ও বাব আল-মান্দেব প্রণালি হয়ে চার হাজার ২০০ নটিক্যাল মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ১৩ থেকে ১৫ দিনে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে আসত। কিন্তু নতুন রুটে সুয়েজ খাল, জিব্রাল্টার প্রণালি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ (কেপ অব গুড হোপ) ঘুরে আসায় পথ প্রায় ৯ হাজার নটিক্যাল মাইল বেড়েছে এবং সময় লাগছে প্রায় ৫২ দিন। ঘুরপথে চলাচল করায় জাহাজের নিজস্ব জ্বালানি, সুয়েজ খাল পার হওয়ার ফি ও ভাড়াসহ কয়েক মিলিয়ন ডলার বাড়তি খরচ যুক্ত হচ্ছে। এর মধ্যে কিছু খরচ নির্দিষ্ট থাকলেও পূর্ণাঙ্গ আর্থিক হিসাব উভয় পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত হবে। বিএসসি, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং ইস্টার্ন রিফাইনারি সূত্রে জানা যায়, ২৪৯.৯৫ মিটার লম্বা, ৪৪.৪ মিটার প্রশস্ত ও ১৪.৬ মিটার ড্রাফটের এমটি নিনেমিয়া গত ২৩ জুলাই ইয়ানবু বন্দর থেকে এক লাখ চার হাজার ২৬ টন ক্রুড অয়েল লোড করে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে ১১ নটিক্যাল মাইল গতিতে চলা এই জাহাজটি বাংলাদেশের জলসীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে। বরাবরের মতো জাহাজটি বহির্নোঙরে পৌঁছানোর পর ছোট ছোট ট্যাংকারে ক্রুড অয়েল লাইটারিংয়ের (খালাস) সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। ইস্টার্ন রিফাইনারি পিএলসির এক কর্মকর্তা জানান, বর্তমানে বিপিসির অধীন ইস্টার্ন রিফাইনারিতে প্রতিদিন প্রায় চার হাজার ৪০০ টন ক্রুড অয়েল পরিশোধন করা হচ্ছে, যার বিপরীতে বিপিসি থেকে পরিশোধন ফি পায় ইআরএল। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে ডিজেলের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া উপজাত (বাই প্রোডাক্ট) হিসেবে এলপিজি, ফার্নেস অয়েল, কেরোসিন ও অকটেন উৎপাদিত হয়। ইআরএলের ট্যাংকে বর্তমানে প্রায় এক লাখ ৬০ হাজার টন ক্রুড অয়েল মজুদ রয়েছে। এর বাইরে এসপিএমের (সিঙ্গল পয়েন্ট মুরিং) পাইপলাইনে কিছু ক্রুড অয়েল রাখা ছিল, যা হরমুজ প্রণালির সংকটের সময় প্লান্ট চালু রাখতে ব্যবহার করা হয়েছিল। চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব সৈয়দ রেফায়েত হামিম জানিয়েছেন, দেশে জ্বালানি সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে ক্রুড অয়েলবাহী জাহাজের বার্থিং, লাইটারিং, চলাচল ও খালাস কার্যক্রমে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এর আগে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে গত ১২ এপ্রিল রাতে ইস্টার্ন রিফাইনারির ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন ইউনিট সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এমটি নিনেমিয়ার প্রথম চালানে তেল আসার পর গত ৮ মে শোধনাগারটি পুনরায় চালু হয়। এ সময় সংকট মোকাবেলায় সরকার মধ্যপ্রাচ্যের বিকল্প উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ পরিশোধিত ডিজেল আমদানি করে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০৯.২০২৬ এলিনা)

স্বপ্ন নিয়ে আর বাড়ি ফেরা হলো না—সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল প্রবাসীর

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় হৃদয় (২৭) নামে এক সৌদি প্রবাসী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সাজ্জাদ (২৪) নামে আরও একজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে উপজেলার কুচিয়ামোড়া ব্রিজের ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, সকাল ৬টা ২১ মিনিটে সিরাজদিখান ফায়ার স্টেশনে খবর আসে, ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকামুখী লেনে কুচিয়ামোড়া ব্রিজের ঢালে একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। খবর পেয়ে সিরাজদিখান ফায়ার স্টেশনের একটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মোটরসাইকেল চালক হৃদয়কে উদ্ধার করে। তবে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। নিহত হৃদয় দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ উপজেলার রসুলপুর, আব্দুল্লাহপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর মায়ের নাম কাজল রেখা। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলে থাকা অপর আরোহী সাজ্জাদ আহত হন। তাঁর বাবার নাম

রবিউল আউয়াল। তিনি সিরাজদিখানের উত্তর ঘোড়ামারা এলাকার বাসিন্দা। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান। নিহতের মরদেহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকজন বন্ধু মোটরসাইকেলযোগে মাওয়া ঘুরতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালানোর সময় কুচিয়ামোড়া ব্রিজের ঢালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত হৃদয় সৌদি আরব প্রবাসী ছিলেন। প্রায় চার মাস আগে ছুটিতে তিনি দেশে এসেছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর সৌদি আরবে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। তিনি বিবাহিত এবং এক কন্যাসন্তানের বাবা। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পক্ষ থেকে সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে মোটরসাইকেল চালক ও আরোহীদের নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলা, হেলমেট ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে যানবাহন চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০৯.২০২৬ এলিনা)

আগামী সপ্তাহের মধ্যে গ্যাস সংকট পরিস্থিতির উন্নতির আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

আগামী সপ্তাহের মধ্যে দেশের গ্যাস সংকট পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, এই সংকট সমাধানে সারাদেশে ১৩০টি গ্যাসকূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে বর্তমান সরকারের। শুক্রবার রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে নিজ সংসদীয় আসন ঢাকা-১৭-এর মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা ও মন্দিরে আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জ্বালানি সংকটে দেশের মানুষ কষ্টে আছে। গত ১৭ বছর আওয়ামী লীগ সরকার বাপেক্সকে পঙ্গু করে ফেলেছে। জ্বালানি খাতকে বিদেশ-নির্ভর করে ফেলেছে। জ্বালানি খাতকে বিদেশ নির্ভরতা থেকে বের করে আনতে সারাদেশে ১৩০টি গ্যাসকূপ খননের পরিকল্পনার কথাও জানান সরকার প্রধান। জনগণের ভোটে তার দল সরকার গঠন করেছে উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, তাই নির্বাচনী প্রতিটি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার। নারীদের স্বাবলম্বী করতে স্নাতক পর্যন্ত বিনামূল্যে পড়াশোনার পাশাপাশি আগামী নভেম্বর -ডিসেম্বর থেকে সারাদেশের ৪১ লাখ পরিবারের নারী প্রধানের কাছে সরকার ফ্যামিলি কার্ড তুলে দেবে বলেও জানান তিনি। এ সময় স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এদিন ঢাকা-১৭ আসনের বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মসজিদ ও মাদ্রাসার পাশাপাশি আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মন্দিরেও এ অনুদান দেওয়া হয়। নিজ আসনে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অনুদান দিলেন প্রধানমন্ত্রীনিজ আসনে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অনুদান দিলেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় ঢাকা-১৭ আসন এলাকার ২৮টি মসজিদে ২ লাখ ৪৭ হাজার টাকা করে অনুদানের চেক দেওয়া হয়। পাশাপাশি শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১০টি মন্দিরকে ৩ লাখ টাকা করে মোট ৩০ লাখ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে সহযোগিতা এবং শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন নির্বিঘ্ন করতে এ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বলে জানান উপপ্রেস সচিব।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ আসাদ)

সারাদেশে ৩ মাসব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযান শুরু কাল, উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামীকাল শনিবার থেকে সারাদেশে শুরু হচ্ছে তিন মাসব্যাপী 'ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৬'। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আগামীকাল সকাল ৯টায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় দেশব্যাপী এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সৈয়দ আবদাল আহমদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। জনস্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার এবং দেশের সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানানো হয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ আসাদ)

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন, গেজেট প্রকাশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং আন্তঃসংস্থা বাস্তবায়ন তদারকি কার্যক্রমের জন্য নতুন কমিটি করেছে সরকার। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি নামে কমিটিতে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে এ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

কমিটির গঠন—

(১) প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার — সভাপতি

(২) মন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় — সদস্য

(৩) মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় — সদস্য

(৪) মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় — সদস্য

(৫) মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় — সদস্য

(৬) মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় — সদস্য

(৭) মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় — সদস্য

(৮) উপদেষ্টা, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় — সদস্য
(৯) প্রতিমন্ত্রী-১, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় — সদস্য
(১০) প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় — সদস্য
(১১) উপদেষ্টা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ — প্রধান সমন্বয়ক
(১২) মন্ত্রিপরিষদ সচিব — সদস্য
(১৩) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব — সদস্য
(১৪-১৬) তিন পার্বত্য জেলা হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ — সদস্য
(১৭) প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ — সদস্য
(১৮) মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা — সদস্য
(১৯) মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর—সদস্য সচিব

এই কমিটিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপদেষ্টা প্রধান সমন্বয়ক এবং প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।কমিটিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং আন্তসংস্থা বাস্তবায়ন তদারকি করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংস্থাগুলোর কার্যপরিধি ও ক্ষেত্র নির্ধারণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে এই কমিটিকে। কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী ও ক্ষেত্র বিবেচনায় সশস্ত্র বাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী/সংস্থার প্রধান বা অন্য কোনো কর্মকর্তা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যক্তিকে কমিটিতে সদস্য/সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কো-অপ্ট করতে পারবে। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর কর্তৃক কমিটির সচিবালয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা হবে। তবে কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভাপতির নির্দেশক্রমে পরবর্তী সময়ে অন্য যে কোনো গোয়েন্দা সংস্থা/নিরাপত্তা বাহিনী/আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী/সংস্থা নির্ধারিত মেয়াদে কমিটির সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করতে পারবে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ আসাদ)

হয় আমি থাকবো, না হয় হাসপাতালের দুর্নীতি থাকবেঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রী

রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হঠাৎ পরিদর্শনে গিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। এ সময় হাসপাতালের অনিয়ম দেখে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেছেন, হয় আমি থাকবো, না হয় হাসপাতালে অনিয়ম-দুর্নীতি থাকবে। শুক্রবার সকালে পরিদর্শনে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডসহ বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। সেইসঙ্গে রোগীদের সঙ্গে সেবার মান নিয়ে কথা বলেন। এ সময় সাখাওয়াত হোসেন বলেন, হাসপাতালের সব ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনোভাবেই চিকিৎসাসেবায় অনিয়ম ও অবহেলা মেনে নেওয়া হবে না। ডেঙ্গুর সব টেস্ট এই হাসপাতালে আছে উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, কিন্তু রোগীদের অভিযোগ, তাদের বাইরে থেকে টেস্ট করানো হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসায় মুগদা হাসপাতালকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। একইসাথে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হয়েছে। অথচ রোগীরা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই অনিয়ম মেনে নেওয়া যায় না। জানা গেছে, হাসপাতালটির সেবার মান নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সেবা প্রত্যাশীরা। বিষয়টি নজরে আসলে সরেজমিনে হাসপাতাল পরিদর্শনে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১১.০৯.২০২৬ আসাদ)

BBC

YEMEN'S HOUTHIS SEIZE STRATEGIC RED SEA PORT OF MOKHA

Yemen's Houthis have seized the strategic Red Sea port city of Mokha from Saudi-backed pro-government forces, military sources and witnesses say. Mokha's capture leaves the Iran-backed group only 75km away from the Bab al-Mandeb Strait, the southern gateway to a trade route that links Asia and Europe. The Houthis said they posed no threat to international shipping but reiterated their threat to target vessels from Saudi Arabia, which has relied on the Red Sea for oil exports since the US and Israel's war effectively closed the Strait of Hormuz in the Gulf. The escalation of the conflict between the Houthis, Yemen's government and Saudi Arabia has contributed to a surge in oil prices. Hundreds of people have reportedly been killed and thousands displaced since the Houthis launched an offensive in the south-west a week ago. (BBC News Web Page: 11/09/26, FARUK)

FIVE KILLED AND 67 INJURED IN RUSSIAN STRIKE ON SHOPPING CENTRE: UKRAINE

Ukrainian officials say five people were killed and 67 others were wounded when a Russian drone hit a shopping mall in Pablo head, a city in Dnipropetrovsk region. Shops and vehicles

were hit in the daylight attack which took place "when the streets were full of people", Interior Minister Ivan Vyhivskyi said. Two other shopping malls - in the cities of Zaporozhzhia and Sumy - were targeted by Russian air strikes earlier this week, according to Ukrainian media. Russia reported a Ukrainian seaborne drone attack on the resort city of Sochi overnight on Wednesday, in which 28 people were wounded, as well as three more deaths blamed on Ukrainian attacks. A full-scale war has been raging between Russia and Ukraine since Russian President Vladimir Putin launched an invasion more than four and a half years ago. (BBC News Web Page: 11/09/26, FARUK)

ANTHROPIC BLOCKS POSSIBLE ATTEMPT TO USE AI TO MAKE BIOLOGICAL WEAPONS

Authorities says it has identified and disrupted attempts to use its AI model for "malicious activity" which could support the development of biological weapons. The findings, made in the firm's recent threat intelligence report, is the latest in a growing series of warnings from AI researchers and industry insiders about the technology's potential risks to humanity. The warnings have prompted calls to action, with US Senator Bernie Sanders demanding a pause on advanced AI development and a ban on artificial superintelligence. President Donald Trump has so far rejected such fears, saying on Thursday he was concerned "if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position". The company published its latest threat intelligence report on Thursday. (BBC News Web Page: 11/09/26, FARUK)

FIVE DEAD AND DOZENS INJURED IN COACH CRASH IN SWISS ALPS

Five people have died and dozens are injured after a tourist coach crashed in the south-eastern Swiss Alps, police say. The Dutch tour bus hit a safety barrier in a roadworks area, left the road and overturned between Susch and Zernez in the Graubunden region late on Thursday afternoon. Swiss police said on Friday that the deceased had not yet been identified. They added that the other 40 people on board the coach - whose injuries ranged from serious to minor - had been transported to hospitals by rescue helicopters and ambulance crews. The coach reportedly left the Netherlands on Monday and was on a day trip to Switzerland from Austria when the crash happened.
(BBC News Web Page: 11/09/26, FARUK)

24 CHILDREN KILLED IN DR CONGO SCHOOL FIRE

At least 24 schoolchildren have died in a stampede as they tried to flee a fire that engulfed two schools in rebel-held Bukavu in the eastern Democratic Republic of Congo, officials there have said. Adults are also reported to have died in the fire and there are fears that the death toll could rise further in the densely populated Kadutu commune. Survivors have been taken to nearby hospitals, and footage of the scene shows children lying on hospital floors in pain. Some 300 houses have also been destroyed in the fire, the cause of which is unknown. Rebel-appointed authorities released a provisional death toll of 24 on Thursday evening, confirming previous reports, but there are fears that more people may have died.
(BBC News Web Page: 11/09/26, FARUK)

ISRAEL'S NETANYAHU TO SUE NEWSPAPER OVER CLAIM UAE WARNED HIM OF 7 OCTOBER ATTACK

Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has told lawyers to begin defamation proceedings against an Israeli newspaper over reports that the leader of the United Arab Emirates warned him that Hamas was planning an operation just days before the 7 October 2023 attacks. According to book extracts published by Haaretz, UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan had a phone call with Netanyahu that September. The report said Netanyahu was warned that the then-Hamas chief in Gaza, Yahya Sinwar, was planning a major operation. Netanyahu's office said "no warning was given to the prime minister from the United Arab Emirates before 7 October", calling the report part of a "sinister plot". (BBC News Web Page: 11/09/26, FARUK)

GOVERNMENT NOT HELPING NEPAL MANHUNT: MP

An MP has accused the government of failing to help one of his constituents who has been missing since a deadly flood struck Nepal last month. Ashington and Blyth MP Ian Lavery told parliament the Foreign and Commonwealth office (FCO) has refused to directly assist in the hunt for Newbiggin-by-the-Sea resident Anirban Battacharyya who, despite living in the UK for 60 years, maintains Indian citizenship. Lavery asked for urgent talks on how the government "can be more helpful to people who have lived in this country all their lives" but

don't have citizenship. The government said it was "in contact" with Indian authorities regarding "relief efforts". More than 1,000 people are known to have died, and thousands remain missing, after a flash flood believed to have been triggered by a glacial collapse swept through Nepalese border villages on 26 August.
(BBC News Web Page: 11/09/26, FARUK)

ISRAEL SAYS IT HAS DESTROYED MAJOR UNDERGROUND HEZBOLLAH BASE

Israel's military says it has destroyed a large underground complex operated by Hezbollah in southern Lebanon. It said it used more than 1,000 tonnes of explosives to destroy two tunnels spanning more than 2km beneath the Ali Taher Ridge. The blast triggered seismic activity equivalent to a magnitude 4.1 earthquake, according the US Geological Survey. There was no immediate public response from Hezbollah or the Lebanese government. Israeli forces took control of the ridge last week after months of fighting with the Iran-backed group there. The Israeli military occupies a large swathe of southern Lebanon captured after the conflict with Hezbollah resumed in March. (BBC News Web Page: 11/09/26, FARUK)

BUDDHIST MONK ARRESTED IN SUSPECTED $3M EMBEZZLEMENT SCANDAL

Thai police have arrested a Buddhist monk on suspicion of embezzling 100 million baht ($3m) from his monastery, along with a suspected female accomplice he was filmed having sex with. Phra Wachirayan Wi, a former about at the prominent 14th-Century Wat Phutthaisawan in the ancient capital of Ayutthaya, allegedly pocketed donations meant for the temple on more than 20 occasions over two years. In Thailand, Buddhist monks take a vow of celibacy and also renounce material possessions. He was defrocked after his arrest. He says yet to comment publicly. The latest arrests come just over a year after another sex-and-blackmail case involving senior monks rocked Thailand's monastic community. The 66-year-old was known for creating a highly-coveted coin amulet. Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul reportedly owns some of his creations.
(BBC News Web Page: 11/09/26, FARUK)

::--::THE END::--::